কানযুল আকাইদ

আহলুস- সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকীদার সহজ পাঠ

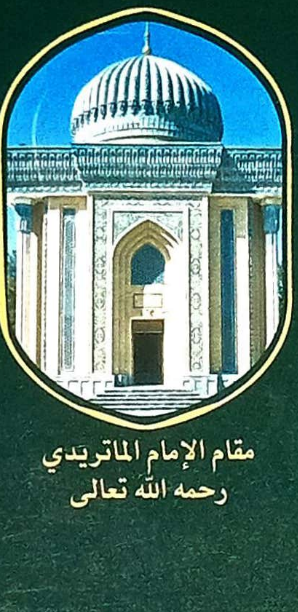

مقام الإمام الماتريدي
رحمه الله تعالى

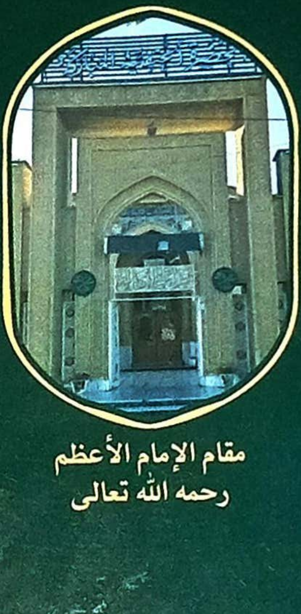

مقام الإمام الأعظم
رحمه الله تعالى

মুহাম্মাদ নাজিম উদ্দীন

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

কানযুল আকাইদ

আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকীদার সহজ পাঠ

কানযুল আকাইদ

আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের
আকীদার সহজ পাঠ

মুহাম্মাদ নাজিম উদ্দীন

কানযুল আকাইদ

আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকীদার সহজ পাঠ

লেখক : মুহাম্মাদ নাজিম উদ্দীন
প্রথম প্রকাশ : মে, ২০২৬, ঈসায়ী
প্রকাশক : দারুল মুহিব
সার্বিক সহযোগিতা : মাও. মোজাম্মেল হক সালেহী
স্বত্ব : লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত
প্রচ্ছদ : ইসরাফিল হুসেন শিহাব
মুদ্রণ : নকশা ঘর প্রিন্টিং এন্ড ডিজাইন
বাংলা বাজার, ঢাকা, ০১৬২৭৩২০৪৫০

নির্ধারিত মূল্য : ৪০ টাকা

Kanzul Akaid written by **Muhammad Nazim Uddin** and published by Darul Muhib, Sarulia,Demra Dhaka, Bangladesh.

সূচিপত্র

* ভূমিকা ০৯

ক. আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ এর আকীদা

০১. যে ধরনের দলীল দ্বারা আকীদা প্রমাণিত হয় ১০

০২. ইসলামে আকলের অবস্থান ১০

০৩. ঈমানের পরিচয় ১১

০৪. আল্লাহ তা'আলার যাত (সত্তা) ও সিফাত ১১

০৫. আল্লাহ তা'আলার 'হায়াত' সিফাত................................. ১২

০৬. আল্লাহ তা'আলার কুদরাত (সর্বময়শক্তি) ১৩

০৭. তাকভীন ও কুদরতের পার্থক্য ১৩

০৮. আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি করার গুণ (তাখলীক) ১৩

০৯. আল্লাহ তা'আলার 'সামা' (শ্রবণ) সিফাত ১৩

১০. আল্লাহ তা'আলার 'বাসার' (দর্শন) সিফাত ১৪

১১. আল্লাহ তা'আলার ইলম ও তাকদীর ১৪

১২. আল্লাহ তা'আলার 'কালাম' সিফাত ১৫

১৩. কুরআন মাখলূক (সৃষ্ট) নয় ১৫

১৪. আল্লাহ তা'আলার 'ইরাদা' (ইচ্ছাশক্তি) ১৬

১৫. আয়াতে মুতাশাবিহাত (দ্ব্যর্থবোধক আয়াতসমূহ) ১৬

১৬. কুরআনে মাজাযের (রূপক) ব্যবহার রয়েছে........................ ১৭

১৭. কাফেরের পরিচয় এবং মুশরিক, মুনাফিক ও নাস্তিকের মধ্যে পার্থক্য... ১৮

১৮. ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি ১৮

১৯. ঈমানের সাথে আমলের প্রয়োজনীয়তা ১৯

২০. ঈমানের বিষয়ে অন্তরে ওয়াস্‌ওয়াসা সৃষ্টি হলে করণীয় ১৯

২১. বান্দাদের কাজের স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা ১৯

২২. আল্লাহ তা'আলার অমুখাপেক্ষীতা ১৯

২৩. বান্দার কর্মের সক্ষমতা অর্জিত হওয়ার সময় ২০

২৪. মুসলমান কখন কাফের হয়ে যায়? ২০

২৫. কবিরা গুনাহকারী কাফের নয় ২০

২৬. আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান ২১
২৭. ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান ২১
২৮. রিসালাতের প্রতি ঈমান ২২
২৯. বিলায়াত (ওলী হওয়া) ২২
৩০. মু'জিযা ও কারামাত ২৩
৩১. ওহী ও কাশফ ২৩
৩২. জান্নাত ও জাহান্নাম ২৩
৩৩. কবরের আযাব ২৪
৩৪. কবরবসীদের শ্রবণ ২৪
৩৫. শাফা'আত ২৪
৩৬. নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট শাফা'আত চাওয়া ২৫
৩৭. আল্লাহ তাআলার দিদার ২৫
৩৮. সাহাবায়ে কিরাম (রা.) সম্পর্কে আকীদা ২৫
৩৯. আহলুল বাইতের (রা.) প্রতি ভালোবাসা ২৬
৪০. মিরাজ সত্য ২৬
৪১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানিত আব্বাজান ও আম্মাজান এবং তাঁর চাচা আবু তালেবের অবস্থা ২৭
৪২. ইলমুল গাইব ২৭
৪৩. হাজির-নাজির ২৮
৪৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নূরানীয়্যাতের বিবরণ ২৮
৪৫. মুখতারে কুল ও তাসাররুফে কুল ৩৯
৪৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাশারিয়্যাত (মানবত্ব) ৩০
৪৭. মুসলিম শাসকদের সাথে বিদ্রোহের বিধান ৩০
৪৮. কিয়ামাত ৩০
৪৯. হাশর-নশর ৩১
৫০. বিদআত ৩২
৫১. শিরক ৩২
৫২. তাবাররুক বি আছারিস সালেহীন ৩৩

৫৩. মৃত মুসলমানের জন্য ঈছালে ছাওয়াব ৩৩

খ. বাতিল ফিরকাগুলোর ভ্রান্ত আকীদা

০১. খারেজী ৩৪
০২. মু'তাজিলদের আকীদা.. ৩৪
০৩. শিয়াদের আকীদা ও কিছু আমল ৩৫
০৪. মুরজিয়াদের আকীদা... ৩৬
০৫. কাদারিয়্যাহ (তাকদীর অস্বীকারকারী দল) ৩৬
০৬. জাবরিয়্যাহ ৩৬
০৭. জাহমিয়্যাহ ৩৬
০৮. কাররামিয়্যাহ ৩৭
০৯. ওহাবী সম্প্রদায় ৩৯
১০. আহলে হাদিস ৪০
১১. মাইজভান্ডারী ৪০
১২. দেওয়ানবাগী ৪০
১৩. রাজারবাগীর ভ্রান্তিসমূহ ৪১
১৪. মওদূদী সাহেবের কিছু বিভ্রান্তি ৪২
১৫. হিযবুত-তাওহীদের কুফরী ও ভ্রান্ত আকিদাসমূহ ৪৪
১৬. কাদিয়ানী ৪৫
১৭. লেখক পরিচিতি.. ৪৮

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ভূমিকা

আল্লাহ তা'আলার দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি যিনি আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামায়াত তথা মাতুরিদী-আশয়ারী ধারার আলোকে সালাফে সালেহীনের রেখে যাওয়া বিশুদ্ধ আকীদার উপর ছোট্ট একটি গ্রন্থ লিখার তাওফীক দিয়েছেন। লক্ষ কোটি দুরূদ ও সালাম তামাম জাহানে যিনি সবার শ্রেষ্ঠ, রাহমাতুল্লিল আলামীন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর যিনি আমাদেরকে সর্বযুগে মুসলমানদের মধ্যে বড় দলের অনুসরণ করতে আদেশ দিয়েছেন।

এ ছোট্ট বইটিতে মূলতঃ ইমাম আবু হানীফা রহ. এর পাঁচ কিতাব, আল আকীদাতুত-ত্বহাবিয়্যাহ ও অন্যান্য গ্রহণযোগ্য গ্রন্থ থেকে বিশুদ্ধ আকিদাগুলো সন্নিবেশিত করা হয়েছে। সমাজে প্রচলিত তবে আকীদার মৌলিক বিষয় সংশ্লিষ্ট নয়, উসূলে ফিকহের সাথে সংশ্লিষ্ট, ফিকহের সাথে সংশ্লিষ্ট এমন অনেক বিষয়ও আনা হয়েছে। সঠিক আকীদার পাশাপাশি বাতিল আকীদাও জানা জরুরি, তাই শেষের অংশে বিভিন্ন বাতিল ফিরকার ভ্রান্তিসমূহ তুলে ধরা হয়েছে। যার একান্ত উৎসাহে বইটি লেখা তিনি হলেন দারুননাত তাখসীসি মাদ্রাসার সম্মানিত প্রভাষক মাও. মোজ্জাম্মেল হক সালেহী। আল্লাহ তা'আলা তাঁর দুনিয়া ও আখিরাতের সমূহ তারাক্কী নসিব করুন।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দের নিকট অনুরোধ কোন ভুলচুক পরিদৃষ্ট হলে অধম লেখককে জানাতে ভুলবেন না।

পরিশেষে বইটি পড়ে যেন কিছু মানুষ বিশুদ্ধ আকিদা জেনে তার উপর অটুট থেকে আল্লাহর প্রিয় হয়ে ঈমান নিয়ে কবরে যেতে পারে সেই দোয়া করি। এ দোয়া কবুল হলেই রবের দেয়া তাওফীকে অধমের ব্যয়িত শ্রম সার্থক হবে ইনশাআল্লাহ।

وصلى الله تعالى على سيد الأولين والآخرين أعرف الخلائق برب العالمين محمد وآله وأهل بيته المطهرين وأصحابه الغر الميامين أجمعين.

ক. আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ এর আকীদা

যে ধরনের দলীল দ্বারা আকীদা প্রমাণিত হয়

১. আকীদার শাব্দিক অর্থ মজবুত গিট। পরিভাষায় আকীদা মানে এমন দৃঢ় বিশ্বাস, যা কোন সন্দেহের অবকাশ রাখে না এবং যা কখনো রহিত হয় না।

২. তাই অকাট্য দলীল ছাড়া আকীদা সাব্যস্ত হয় না।

৩. কুরআনে কারীম এবং 'হাদিসে মুতাওয়াতির' যদি মুহকাম তথা স্পষ্ট মর্ম নির্দেশক হয় তাহলে তা দ্বারা আকীদা সাব্যস্ত হবে।

৪. 'খবরে ওয়াহেদ' দ্বারা কিংবা মর্ম স্পষ্ট না হওয়ায় একাধিক ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে এমন আয়াত ও হাদিসে মুতাওয়াতির দ্বারা আকীদা প্রমাণিত হবে না।

৫. তবে 'খবরে ওয়াহেদ' যদি বিভিন্ন ক্বারীনা বা আলামত দ্বারা শক্তিশালী হয়, তবে তা দ্বারা আকিদা সাব্যস্ত হবে।

ইসলামে আকলের অবস্থান

১. আকল শরয়ী দলীল। তবে এটা আকলে শাহওয়ানী (প্রবৃত্তি প্রসূত যুক্তি) নয় বরং আকলে ইস্তিদলালী (বিশুদ্ধ দলিল নির্ভর যুক্তি); যার ফলাফল অভিন্ন হয়।

২. আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আকল বিরোধী কোন কথা বলেননি।

৩. শরীয়তের সব বিধানের রহস্য আকল বুঝতে সক্ষম নয়। রহস্য বুঝতে না পারা আকল বিরোধী হওয়া নয়। যেমন, একজন শিশু চিকিৎসকের অপারেশনের কারণ না বুঝলে অপারেশনটি 'অযৌক্তিক' হয়ে যায় না।

৪. ব্যক্তি বিশেষের বুঝে না আসলেই কোন নসকে (কুরআন-সুন্নাহর প্রমাণিত ভাষ্য) আকল বিরোধী বলে দেয়া চরম গোমরাহী।

৫. আকল বিরোধী বলে মু'জিযা ও কারামত অস্বীকার করা চরম গোমরাহী ও মূর্খতার পরিচায়ক।

ঈমানের পরিচয়

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে যা নিয়ে এসেছেন, তা মনে প্রাণে বিশ্বাস করা এবং মুখে স্বীকার করে নেওয়ার নাম ঈমান।

২. ঈমানের মৌলিক বিষয়াবলি হলোঃ আল্লাহ তা'আলা, সকল ফেরেশতা, আসমানী কিতাবসমূহ, কিয়ামাত, মৃত্যুর পর পুনরুত্থান, হিসাব-নিকাশ, তাকদীর ইত্যাদিতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখা।

৩. আমল মূল ঈমানের অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমন- কেউ নামাজ ফরজ বিশ্বাস না করলে কাফের হবে। কিন্তু অলসতা বশতঃ নামাজ পরিত্যাগ করলে কাফের হবে না। আবার কেউ বিশ্বাস ছাড়া নামাজ পড়লেও মুসলমান হবে না।

৪. সব নবী-রাসূলের (আ.) দ্বীন এক, তবে তাদের শরীয়াত বা বিধিবিধানে ভিন্নতা ছিল। তাদের সবার দীনের নাম ইসলাম।

৫. তবে তাদের জাতিগত নামে ভিন্নতা রয়েছে। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উম্মতের জাতিগত নাম মুসলমান, মূসা আ. এর উম্মতের জাতিগত নাম ইয়াহুদ এবং ঈসা আ. এর উম্মতের জাতিগত নাম নাসারা।

৬. ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম সত্য নয়।

৭. অন্য কোন ধর্ম মানলে মুক্তি পাওয়া যাবে- এমনটা বিশ্বাস করা কুফর।

আল্লাহ তা'আলার 'যাত' (সত্তা) ও 'সিফাত'

১. আল্লাহ তায়ালা এক ও অদ্বিতীয়।

২. তিনি অনাদি ও অনন্ত, চিরস্থায়ী ও চিরন্তন। তাঁর শুরু কিংবা শেষ নেই।

৩. তাঁর সত্তা, গুণাবলি ও কর্মে কোন শরীক (অংশীদার) নেই।

৪. তাঁর কোন সদৃশ, সমকক্ষ কিংবা প্রতিপক্ষ নেই।

৫. তাঁর সত্তার মত তাঁর গুণাবলিও অনাদি এবং অনন্ত।

৬. তিনি যাবতীয় ত্রুটি এবং ত্রুটি আবশ্যককারী বিষয় থেকে মুক্ত।

৭. তাঁর অসংখ্য গুণবাচক নাম রয়েছে।

৮. তিনি সৃষ্টির সাথে কোন সাদৃশ্য রাখেন না।

৯. তিনি সীমা, স্থান, দিক, দেহাবয়ব ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে পবিত্র।

১০. তাঁর সত্তা ও গুণাবলি যাবতীয় পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংকোচন ও প্রসারণ থেকে মুক্ত ও পবিত্র।

১১. স্থান সৃষ্টির পূর্বে তিনি যেমন ছিলেন, এখনো তেমনি আছেন।

১২. তিনি ওঠা-নামা, হাঁটাহাঁটি, দৌড়াদৌড়ি, হাঁসাহাসি ইত্যাদি মাখলূকের বৈশিষ্ট্যাবলী থেকে মুক্ত এবং পবিত্র।

১৩. তিনি তন্দ্রা, নিদ্রা, পানাহার ও বিশ্রাম থেকে মুক্ত ও পবিত্র।

১৪. আল্লাহ তা'আলার ক্ষেত্রে সূরাত (আকৃতি) শব্দ আভিধানিক অর্থে বলা বৈধ নয়। আর 'জিস্‌ম' (দেহ) শব্দ ব্যবহার করা কোনভাবেই বৈধ নয়।

১৫. আল্লাহ তায়ালার গুণাবলি সীমাহীন। তবে মৌলিক সত্তাগত সিফাতগুলোর মধ্যে রয়েছে: (১) হায়াত, (২) কুদরাত, (৩) ইলম, (৪) সামা (শ্রবণ), (৫) বাছার (দৃষ্টি),(৬) কালাম ও (৭) ইরাদাহ (স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি)। আর তাঁর কর্মগত গুণাবলির মধ্যে রয়েছে- (১) তাখলীক্ব (সৃষ্টি করা), (২) তারযীক (রিযক দেয়া), (৩) ইহইয়া (জীবন দান), (৪) ইমাতাহ (মৃত্যু দান) ইত্যাদি।

১৬. আল্লাহর যাত তথা সত্তার হাকিকত নিয়ে চিন্তা-গবেষণা বৈধ নয়, বরং বাস্তবে তা অসম্ভব।

১৭. আল্লাহ তা'আলার সামা (শ্রবণ), বাছার (দর্শন) সহ অনেক সিফাত রয়েছে যেগুলো বান্দার ক্ষেত্রেও আভিধানিক অর্থে ব্যবহার হয়, তবে উভয়ের প্রকৃত অবস্থা বা হাকীকত সম্পূর্ণ আলাদা। কেবল নামেই মিল রয়েছে, কিন্তু হাকীকত আলাদা।

আল্লাহ তা'আলার 'হায়াত' সিফাত

১. আল্লাহ তা'আলা চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী।

২. তাঁর হায়াত অনাদি ও অনন্ত।

৩. তাঁর হায়াত তাঁর অনাদি সত্তার অনাদি গুণ, যা কারো থেকে প্রাপ্ত নয়।

৪. সকল মাখলুকের হায়াত তাঁর থেকে প্রাপ্ত। তিনি তাঁর কুদরাতে তাদের হায়াত দান করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলার 'কুদরাত' (সর্বময়শক্তি)

১. তিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।
২. তবে তাঁর কুদরাত সকল মুমকিন (তাঁর শানে যা হওয়া সম্ভব এমন) বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে মুসতাহীল (তাঁর শানে যা হওয়া অসম্ভব এমন) বিষয়গুলো কুদরাতের সম্পৃক্ততার বাইরে।
৩. কুল মাখলূক তাদের অস্তিত্বের ক্ষেত্রে এবং প্রাণীরা তাদের জীবন অতিবাহিত করা এবং কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রে প্রতিটি মূহুর্তে আল্লাহর কুদরাতের মুখাপেক্ষী।
৪. আল্লাহর কুদরাতের সম্পৃক্ততা থেকে বিচ্ছিন্ন হলে মহাবিশ্বের সব কিছু মুহূর্তেই বিলীন হয়ে যাবে।

তাকভীন ও কুদরতের পার্থক্য

'কুদরত' হলো কোনো কিছু করার সক্ষমতা (চড়বিৎ), আর 'তাকভীন' হলো সেই সক্ষমতাকে বাস্তবে রূপ দেওয়া বা অস্তিত্ব দান করা (অপঃ ড়ভ পৎবধঃরড়হ)। আমাদের হানাফী মাতুরিদী মাযহাব অনুযায়ী, কুদরত ও তাকভীন দুটি ভিন্ন অনাদি সিফাত। কেননা আল্লাহ বলেছেন, তিনি কোন কিছুর ইরাদা করলে 'কুন' বলেন, তখন তা হয়ে যায়। 'কুন' (كن) এর মাদ্দাহ থেকে গঠিত হয়েছে 'আত-তাকভীন' (التكوين)। ইরাদা অনুযায়ী কুদরাত প্রয়োগের মাধ্যমে কোন কিছু অস্তিত্বে আনয়নকে তাকভীন বলা হয়।

আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টি করার গুণ (তাখলীক)

১. আল্লাহ তা'আলা অনাদি কাল থেকে বিদ্যমান কোনো উপাদান থেকে মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেননি।
২. তিনি কারো সাহায্য ছাড়াই অনস্তিত্ব থেকে মহাবিশ্বকে অস্তিত্বে এনেছেন।
৩. তিনি অনাদি কাল থেকেই স্রষ্টা ছিলেন এবং 'খালিক্ব' নামের উপযুক্ত ছিলেন।

আল্লাহ্ তা'আলার 'সামা' (শ্রবণ) সিফাত

১. তিনি সর্বশ্রোতা।
২. মহাবিশ্বে এমন কোন আওয়াজ নেই, যা তিনি শুনতে পান না।

৩. আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে দূরে কিংবা কাছে থাকা তাঁর শ্রবণে কোন পার্থক্য সৃষ্টি করে না।

৪. তিনি শ্রবণের ক্ষেত্রে কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, ইথার কিংবা যন্ত্রের মুখাপেক্ষী নন।

আল্লাহ্ তা'আলার বাসার (দর্শন) সিফাত

১. তিনি সর্বদ্রষ্টা।

২. সৃষ্টির কোন কিছুই তাঁর দৃষ্টির বাইরে নয়।

৩. কোন পর্দা তাঁর দৃষ্টিকে আড়াল করতে পারে না।

৪. তিনি দেখার ক্ষেত্রে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, নির্দিষ্ট দিকে অবস্থান, আলোর প্রতিফলন ইত্যাদির মুখাপেক্ষী নন।

৫. আলো কিংবা অন্ধকার সবই তাঁর দৃষ্টির কাছে সমান।

৬. আমাদের ক্ষেত্রে যা কিছু দূরে কিংবা কাছে, ছোট কিংবা বড়- তাঁর দৃষ্টির কাছে সবই সমান।

আল্লাহ্ তা'আলার 'ইলম' ও 'তাকদীর'

১. আল্লাহ তা'আলার ইলম ও কুদরাত সকল সৃষ্টিকে বেষ্টন করে আছে। অর্থাৎ কুল মাখলূকের প্রতিটি অনু-পরমাণুর জ্ঞান তাঁর রয়েছে এবং সেগুলো অস্তিত্বের ক্ষেত্রে প্রতিটি মুহূর্তে তাঁর কুদরতের মুখাপেক্ষী।

২. আল্লাহ তা'আলা যা সৃষ্টি করেননি তা সৃষ্টি করলে কেমন হতো তাও জানেন।

৩. আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কি ঘটবে সব জানেন।

৪. তার নির্দেশে কলম লাওহে মাহফূজে সব লিখে ফেলেছে।

৫. আমাদের হায়াত, মওত, কর্ম, রিযক সবকিছুই লাওহে মাহফূজে লিখিত আছে।

৬. আল্লাহর নির্ধারিত ফয়সালার কোন রদবদলকারী, বিলম্বকারী, অগ্রে আনয়নকারী, কিংবা বাতিলকারী নেই।

৭. আমরা যা করব তা আল্লাহ তা'আলা জানেন বিধায় সব লিখে রেখেছেন, তিনি লিখে রেখেছেন বলে আমরা করতে বাধ্য হচ্ছি এমনটা মনে করা যাবে না।

৮. তাকদীরের গূঢ় রহস্য জানতে সচেষ্ট হওয়া সংশয়ে পতিত হওয়ার মাধ্যম।

৯. তাকদীরের রহস্য কেবল আল্লাহ তা'আলাই জানেন।

১০. আল্লাহ তা'আলার মর্জিতে সন্তুষ্ট হওয়া ছাড়া তাকদীরে বিশ্বাস পূর্ণ হয় না।

আল্লাহ্ তা'আলার 'কালাম' সিফাত (গুণ)

১. আল্লাহ তা'আলার কালাম তাঁর ইলমের অন্তর্গত ক্বাদীম (অনাদি) গুণ।

২. আল্লাহ্ তা'আলার কালাম মাখলুখের কথার মত নয়, তাই তা অক্ষর ও স্বরের সমন্বয় নয়।

৩. আল্লাহ তা'আলার কালাম বিভাজ্য নয়, সময়ের সাথে সম্পৃক্ত নয়।

৪. আল্লাহ তা'আলা মূসা আ. এর সাথে কালাম করেছেন।

৫. আখিরাতে তিনি বান্দাদের সাথে কালাম করবেন।

কুরআন মাখলূক নয়

১. কুরআন মাখলূক তথা সৃষ্ট নয়। এর মানে হল, কুরআন আল্লাহর ইলমের অন্তর্গত। আর ইলম তাঁর সত্তাগত গুণ, যা মাখলুক নয়। তাই কুরআনও মাখলুক নয়।

২. আল্লাহ তা'আলার ইলমে কুরআনের যে মর্ম রয়েছে তাই গায়রে মাখলূক।

৩. সেই মর্ম বোঝানোর জন্য তিনি যে ভাষা নির্ধারণ করেছেন, তা মাখলূক।

৪. আমাদের কণ্ঠে বাগযন্ত্রের সাহায্যে তিলাওয়াতকৃত কুরআন এবং কুরআনের পাণ্ডুলিপি এর সবই সৃষ্ট তথা মাখলুক।

৫. কুরআনের সকল আয়াত আল্লাহ তা'আলার কালাম হিসেবে সমান, তবে বিষয়বস্তুর দৃষ্টিকোণ থেকে পরস্পর শ্রেষ্ঠত্বের ক্ষেত্রে তারতম্য রয়েছে। যেমন 'সূরা ইখলাস' বিষয়বস্তুর দিক থেকে 'সূরা লাহাব' থেকে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু 'কালামে ইলাহী' হিসেবে উভয়ের মর্যাদা সমান।

আল্লাহ তা'আলার 'ইরাদা' (ইচ্ছাশক্তি)

১. আল্লাহ তা'আলা স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির অধিকারী।
২. তিনি কিছু করতে বাধ্য নন।
৩. তিনি যা ইচ্ছা করেন, কেউ তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করার অধিকার কিংবা ক্ষমতা রাখে না।
৪. মহাবিশ্বে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ছাড়া একটি পরমাণুও নড়ে না।
৫. মহাবিশ্বের কিছুই আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ছাড়া ঘটে না।
৬. নেক কাজে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা এবং সন্তুষ্টি (রিদ্বা) উভয়টা থাকে, কিন্তু গুনাহের কাজ সৃষ্টিতে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা থাকলেও সন্তুষ্টি থাকে না।
৭. আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ছাড়া কোন কিছুই অস্তিত্বে আসা সম্ভব নয়, তাই বান্দাদের পরীক্ষার উদ্দেশ্যে গুনাহের কাজ সৃষ্টি করে দেয়ার জন্য ইচ্ছা করা জরুরী, কিন্তু তা সন্তুষ্টিযুক্ত ইচ্ছা নয়, বরং সন্তুষ্টিমুক্ত ইচ্ছা।
৮. বান্দাদের সে সকল ইচ্ছা বাস্তবায়িত হয় যে সকল ইচ্ছা বাস্তবায়নের ইচ্ছা আল্লাহ তা'আলা করেন।
৯. আল্লাহ তা'আলার ইরাদা সহ সকল সিফাতে কোন ধরনের ভাগ বা বিভাজন নেই।

আয়াতে মুতাশাবিহা (দ্ব্যর্থবোধক আয়াতসমূহ)

১. কুরআনে কারীমে অবশ্যই আয়াতে মুতাশাবিহা রয়েছে।
২. যে আয়াতগুলোর শাব্দিক অর্থ এবং মূল মর্ম কোনোটাই জানা যায় না অথবা কেবল শাব্দিক অর্থ জানা যায়, কিন্তু শাব্দিক অর্থ নেয়া বৈধ হয় না, বরং রূপকার্থ করা লাগে। তবে সেক্ষেত্রেও নিশ্চিতভাবে কোন একটি মর্মকে নির্ধারণ করা যায় না, সেগুলো মুতাশাবিহাতের অন্তর্ভুক্ত।
৩. যে সকল আয়াতের শাব্দিক অর্থ নিলে আল্লাহ তা'আলার শান বিরোধী বিষয় সাব্যস্ত হয়, সেসব আয়াতের ক্ষেত্রে আহলুস-সুন্নাহর দুটি মাযহাব রয়েছে; এক: তাফভীদ, দুই: তাভীল।
তাফভীদ হল, আয়াতের সত্যতা স্বীকার করে নেয়া, এর বাহ্যিক অর্থ অবশ্যই উদ্দেশ্য নয় সেটা বিশ্বাস করা এবং এর মূল মর্ম কেবল আল্লাহ তা'আলার দিকে সোপর্দ করা।

তাভীল হল, আয়াতের প্রেক্ষাপট এবং আরবদের ভাষার ব্যবহার পদ্ধতির আলোকে আল্লাহর শান বিরোধী হয় না এমন সম্ভাব্য ব্যাখ্যা দান করা।

- উদাহরণঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন,

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ٢٦ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَٰلِ وَٱلْإِكْرَامِ [الرحمن: 26-27]

(১) শাব্দিক অর্থ: পৃথিবীতে যারাই আছে সবাই ধ্বংস হবে। কেবল আপনার রবের "চেহারা" ব্যতীত।

(২) তাফভীদঃ পৃথিবীতে যারাই আছে সবাই ধ্বংস হবে। কেবল আপনার রবের "ওয়াজহ" ব্যতীত। ["ওয়াজহ"-এর মূল মর্ম আল্লাহই জানেন। এর কোন ব্যাখ্যা/অনুবাদ করা যাবেনা। তিলাওয়াত করাটাই এগুলোর ব্যাখ্যা।]

(৩) তাভীলঃ পৃথিবীতে যারাই আছে সবাই ধ্বংস হবে। কেবল আপনার রবের "সত্তা" ব্যতীত। [এখানে "ওয়াজহ"-এর রূপকার্থ "সত্তা" করা হয়েছে, যা তাভীল। তবে এ ব্যাখ্যাটি অকাট্য নয়। বরং অন্য ব্যাখ্যাও সঠিক হতে পারে। যেমন ইমাম বুখারী রহ. এর ব্যাখ্যা করেছেন "মুলক" (রাজত্ব) দিয়ে।]

৪. সালাফদের থেকে তাফভীদ ও তাভীল দুটোই পাওয়া যায়, তবে তারা তাফভীদ বেশি করেছেন।

৫. পরবর্তী আহলুস-সুন্নাহ মাতুরীদী ও আশ'য়ারী উলামায়ে কিরাম বিদআতী দেহবাদী মুজাসসিমাদের আক্ষরিক অর্থ গ্রহণের ফিতনার মোকাবেলায় 'তাভীল'-কে প্রাধান্য দিয়েছেন।

৬. তাঁরা বলেছেন, মুতাশাবিহাতের ক্ষেত্রে তাফভীদ বেশি নিরাপদ হলেও তাভীল তার চেয়ে মজবুত পন্থা। তাই বর্তমানে আমরা তাভীলই করব।

৭. হাদিসের মধ্যেও মুতাশাবিহাত রয়েছে। সেগুলোর ক্ষেত্রেও একই বিধান প্রযোজ্য।

৮. ইমাম আবু হানীফা রহ. মু'তাজিলাদের ন্যায় তাভীলকে সম্ভাব্য ব্যাখ্যা না বলে অকাট্য বলার বিরোধী ছিলেন, কিন্তু তিনি মূল তাভীল বিরোধী ছিলেন না।

কুরআনে মাজাযের (রূপক) ব্যবহার রয়েছে

১. শব্দকে তার উৎপত্তিগত মৌলিক অর্থে ব্যবহার না করে সাদৃশ্য বা অন্য কারণে ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করাকে মাজায বা রূপক বলে।

২. আরবী ভাষায় এবং কুরআন-সুন্নাহ এর মাঝে ব্যাপকভাবে মাজাযের ব্যবহার রয়েছে। মাজায অস্বীকার করা দিনকে রাত বলার শামিল।

৩. আল্লাহ তা'আলার জন্য দিক, সীমা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সাব্যস্ত করার জন্য অনেক আয়াত ও হাদীসকে শাব্দিক অর্থে প্রয়োগ করা চরম গোমরাহীর অন্তর্ভুক্ত।

কাফেরের পরিচয় এবং মুশরিক, মুনাফিক ও নাস্তিকের মধ্যে পার্থক্য

১. যে ব্যক্তি ঈমানের উপর নেই, সে কাফের। যেমন ইয়াহুদী, খ্রিষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ ও নাস্তিক ইত্যাদি।

২. যে কাফের আল্লাহ তাআলার সত্তা, কর্ম কিংবা গুণাবলিতে কাউকে অংশীদার অথবা সমকক্ষ মনে করে, সে মুশরিক। যেমন - মূর্তিপূজক ও অগ্নি উপাসক।

৩. যে ব্যক্তি মুখে ঈমানের দাবী করে, কিন্তু অন্তরে কুফর পোষণ করে, সে মুনাফিক এবং কাফেরও।

৪. আর যে ব্যক্তি স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না সে নাস্তিক কাফের।

ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি

১. যে বিষয়গুলো বিশ্বাস করে মানুষ মুসলমান হয়, সেগুলোর প্রতি সর্বদাই বিশ্বাস রাখা জরুরী।

২. কোন একটির প্রতি বিশ্বাস কমে গেলেই ব্যক্তি আর মুমিন থাকে না।

যেমন- মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে বিশ্বাস রাখা ঈমান শুদ্ধ হওয়ার জন্য জরুরী। কেউ যদি তাতে কিছু সময় অবিশ্বাস করে, তবে তখন সে মুমিন থাকে না।

এই অর্থেই ইমাম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "ঈমান বাড়েও না কমেও না।"

কেননা "ঈমান বেড়েছে" বললে বুঝায়, আগে বিশ্বাসে কমতি ছিল তথা সন্দেহ ছিল। আর ঈমানের বিষয়বস্তুতে সন্দেহ থাকা কুফর। আবার "ঈমান কমেছে" বললে বুঝায় আগে ঈমান ঠিক ছিল এখন বিশ্বাস কমে সন্দেহ দেখা দিয়েছে, যা কুফর।

ঈমানের সাথে আমলের প্রয়োজনীয়তা

১. ঈমানের পর আমল করা জরুরী।
২. ঈমান থাকা সত্ত্বেও আমল না করলে শাস্তি পেতে হবে।
৩. শুধু ঈমান থাকলেই সবাই সরাসরি জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

ঈমানের বিষয়ে অন্তরে ওয়াস্ওয়াসা সৃষ্টি হলে করণীয়

১. ওয়াস্ওয়াসা আর শক বা সন্দেহ এক নয়।
২. ওয়াস্ওয়াসা হল, ঈমানের কোন বিষয়ে অন্তরে জটিলতা তৈরি হওয়া।
৩. ওয়াস্ওয়াসা কুফর নয়, তবে তা দ্রুত দূর করা ফরজ। কিন্তু সন্দেহ বা সংশয় কুফরের অন্তর্ভুক্ত।
৪. ইমাম আবু হানীফা রহ. বলেছেন, "আকীদার সূক্ষ্ম বিষয়ে জটিলতা সৃষ্টি হলে তৎক্ষণাৎ এই বিশ্বাস রাখবে যে, আল্লাহর নিকট যেটা সঠিক সেটাই আমার বিশ্বাস। পরে যোগ্য আলেম খুঁজে পেলে তাঁকে সে বিষয়ে প্রশ্ন করবে।"

বান্দার কাজের স্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলা

১. বান্দা এবং বান্দার সকল কাজের স্রষ্টা কেবল আল্লাহ্ তা'আলা।
২. বান্দা স্বয়ং তার কাজের স্রষ্টা নয়।
৩. বান্দার কার্যাবলী দুই ধরনের। এক. ইচ্ছাধীন কাজ, দুই. অনিচ্ছাধীন কাজ। ইচ্ছাধীন কাজের জন্য বান্দাকে শাস্তি কিংবা পুরস্কার দেয়া হবে। অনিচ্ছাধীন কাজের জন্য তাকে শাস্তি কিংবা পুরস্কার কিছুই দেয়া হবে না।
৪. বান্দা তার কর্মের কাসিব বা অর্জনকারী আর সেটাকে অস্তিত্বদানকারী স্রষ্টা হলেন আল্লাহ্ তা'আলা।

আল্লাহ্ তা'আলার অমুখাপেক্ষীতা

১. তিনি কোন ক্ষেত্রেই সৃষ্টির কারো মুখাপেক্ষী নন।
২. মহাবিশ্ব সৃষ্টির পেছনে তাঁর কোন প্রয়োজন বা মুখাপেক্ষিতা নেই।
৩. সকল মানুষ ও জ্বীন সবচেয়ে ভালো অন্তর নিয়ে সর্বদা তাঁর ইবাদাতে মগ্ন থাকলেও তাঁর কোন উপকার নেই। আর তারা নিকৃষ্টতম অন্তর নিয়ে সর্বদা অবাধ্য হলেও তাঁর কোন ক্ষতি নেই।
৪. ইবাদাতের মধ্যে সৃষ্টির উপকার নিহিত, স্রষ্টার নয়।

বান্দার কর্মের সক্ষমতা অর্জিত হওয়ার সময়

১. বান্দার কাজের ইসতিত্বাআত (সক্ষমতা) দু ধরণের। যথা-
* استطاعة مع الفعل কর্মের সময় অর্জিত সক্ষমতা এবং
* استطاعة قبل الفعل কর্মের পূর্ব অর্জিত সক্ষমতা।
২. কাজ করার যে মূল শক্তি; যেটা প্রতিনিয়ত আল্লাহ তা'আলা আমাদের মাঝে সৃষ্টি করছেন তা কাজের সময় আসে। যদি এ সক্ষমতা কাজের আগে অর্জিত থাকে বললে কাজের সময় সে আল্লাহ থেকে অমুখাপেক্ষী ছিল বলা আবশ্যক হয়ে পড়ে। আর পরে অর্জিত হয় বললে, কাজের সময় ব্যক্তি সক্ষমতাহীন ছিল বলতে হয়।
৩. আর কাজ সম্পাদনের উপকরণ হিসেবে আমাদের শরীর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সুস্থতা জরুরি। এ সকল উপকরণের সুস্থতাও কর্মের সক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত। এ সক্ষমতা কর্মের আগেই অর্জিত থাকে। এ সক্ষমতা থাকলেই শরীয়াত ব্যক্তির উপর বিধান আরোপ করে।

মুসলমান কখন কাফের হয়ে যায়?

১. ঈমানের মৌলিক বিষয়গুলো তথা আল্লাহ তা'আলা, নবী-রাসূলগণ (আ.), আসমানী কিতাবসমূহ, ফিরিশতা, তাকদীর, আখিরাতে বিশ্বাস ইত্যাদির কোন একটিকে অস্বীকার করলে, কিংবা সন্দেহ পোষণ করলে কাফের হবে।
২. জরুরিয়্যাতে দ্বীন (যে বিষয়গুলো দ্বীনের অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে একজন মুসলিমের অজানা থাকার কথা নয়) অস্বীকার করলে কাফের হবে।
৩. সুস্পষ্টভাবে কুফর না করলে কাউকে কাফের বলা যাবে না।

কবিরা গুনাহকারী কাফের নয়

১. কবীরা গুনাহের কারণে কেউ কাফের হয়না, তবে গুনাহের কাজকে হালাল মনে করলে কাফের হয়ে যাবে।
২. কবিরা গুনাহকারী তাওবা ছাড়া মারা গেলে আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে তাকে ক্ষমা করে দিবেন, নতুবা শাস্তি দিবেন। শাস্তি ভোগ করার পর ঈমানের বদৌলতে এক সময় সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান

১. কুরআনে কারীম সহ পূর্ববর্তী সকল আসমানী কিতাব সত্য।

২. পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবগুলো বিকৃতির শিকার হয়েছে।

৩. কেবল কুরআনে কারীম অপরিবর্তিত অবস্থায় আছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত তা সংরক্ষিত থাকবে।

৪. কুরআন পূর্ববর্তী সকল কিতাবের বিধানকে রহিত করে দিয়েছে। তাই পূর্ববর্তী কিতাব সমূহের প্রয়োজনীয়তা অবশিষ্ট নেই।

৫. কুরআন সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব এবং তা নাযিল হয়েছে সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূলের উপর।

৬. কুরআনের মূল মর্ম আল্লাহর ইলম সিফাতের সাথে সম্পৃক্ত যা কালামে নাফসী (الكلام النفسي) বলে পরিচিত।

৭. আল্লাহর কোন সিফাত কোন মাখলুকের সাথে তুলনীয় নয়। আল্লাহ তা'আলার সত্তা ও সিফাতের তুলনায় সমগ্র মাখলুক কিছুই না।

৮. বর্ণমালার সমন্বয়ে কুরআনের লিখিত রূপ এবং অক্ষরের সমন্বয়ে উচ্চারিত স্বর মাখলুক তথা সৃষ্ট। এটাকে কালামে লাফযী (الكلام اللفظي) বলে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবশ্যই এগুলোর তুলনায় শ্রেষ্ঠ।

ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান

১. ফেরেশতারা নূরের তৈরি।

২. তাঁরা নারী কিংবা পুরুষ নন।

৩. তাঁদের ডানা রয়েছে।

৪. তাঁরা পানাহার করেন না।

৫. তাঁরাও আল্লাহ তা'আলার বান্দা।

৬. তাঁদের কেউ কখনো আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য হন না।

৭. তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন, হযরত জিবরাঈল আ.।

৮. ইবলীস ফেরেশতা ছিল না, সে জীন জাতির অন্তর্ভুক্ত। সে ফেরেশতাদের সাথে ছিল, তাদের সর্দার ছিল না।

৯. নৈকট্যশীল মানুষগণ (আম্বিয়া আ. ও সালেহীন) নৈকট্যশীল ফেরেশতাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আর সাধারণ মুমিনগণ সাধারণ ফেরেশতাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আর ফাসেক ও কাফেরদের চেয়ে সকল ফেরেশতা শ্রেষ্ঠ।

রিসালাতের প্রতি ঈমান

১. নবীও রাসূলগণ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নির্বাচিত।

২। কেউ ভালো আমলের মাধ্যমে নবীদের স্তরে পৌঁছতে পারে না।

* একজন নবী সকল ওলীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

৩. নবীগণ (আ.) সবাই নবুয়্যাতের আগে কিংবা পরে সকল প্রকার সগীরা ও কবীরা গুনাহ থেকে মুক্ত। তবে তাদের পক্ষ থেকে কিছু খিলাফে আওলা (অতি উত্তমতার বিপরীত) কিছু কাজ প্রকাশ পেয়েছে, যেগুলো বাস্তবে গুনাহ না হলেও তাদের উচ্চ মর্যাদার কারণে কখনো কুরআনে সেগুলোকে গুনাহ শব্দে ব্যাক্ত করা হয়েছে।

৪. তাঁরা তাঁদের কবরসমূহে জীবিত এবং সেখানে তাঁরা নামাজ আদায় করেন।

৫. হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার মনোনিত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল।

৬. তাঁর ইন্তেকালের পর প্রত্যেক নবুয়্যাতের দাবীদার মহা মিথ্যাবাদী কাফের বলে গণ্য হবে।

৭. নবুয়্যাতের দাবীদারের কাছে খন্ডনের উদ্দেশ্য ব্যতীত সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য দলীল তলব করা বৈধ নয়।

বিলায়াত (ওলী হওয়া)

১. মাসূম হওয়া নবীগণের আবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্য। ওলীদের মাসূম হওয়া সম্ভব, কিন্তু আবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্য নয়। এজন্য ওলীদের মাসূম না বলে মাহফূজ বলা হয়।

২. নবীদের নবুওয়্যাত কখনো কর্তিত হয় না, কিন্তু অলিদের গোমরাহ হয়ে যাওয়া সম্ভব। বালআম ইবনে বাউরার ঘটনা এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

৩. সকল মুমিন ঈমান আনয়ন ও কুফর থেকে বেঁচে থাকার ফলে কুরআনের আয়াত অনুযায়ী আল্লাহর ওলি। এটাকে বিলায়াতে আম্মাহ (সাধারণ অর্থে বিলায়াত) বলে। আর পূর্ণ তাকওয়ার অধিকারী মুমিনগণকে ওলী আখ্যায়িত করার পক্ষে অনেক দলীল রয়েছে এবং তা উরফ দ্বারাও সমর্থিত।

মু'জিযা ও কারামাত

১. মু'জিযা সত্য। আল্লাহ তা'আলা নবুয়্যাতের সত্যতা স্বরূপ নবীদের (আ.) হাতে বহু অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়েছেন, যেগুলো দুনিয়ার স্বাভাবিক নিয়মের বিপরীত এবং যেগুলো মোকাবেলা করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। এসকল ঘটনাবলীর নাম মুজিজা।

২. নবীদের (আ.) উম্মাতের মধ্যে যারা সালেহীন তাদের মধ্যেও এ ধরনের ঘটনা প্রকাশিত হয়। তাদের এ ঘটনাবলীকে 'কারামাত' বলা হয়। কারামত ঘটার বিষয়টি সত্য।

৩. ওলীদের কারামত তাদের নিজ নিজ নবীর (আ.) মুজেজার অন্তর্ভুক্ত।

৪. শরীয়ত বিরোধী সন্যাসী-ফকীর, কিংবা কাফেরদের মধ্য থেকে এ ধরনের ঘটনা প্রকাশ পেলে সেটাকে 'ইস্তেদরাজ' বলা হয়। ইস্তেদরাজ কখনো সত্যতার দলীল নয়, বরং তা পরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত।

ওহী ও কাশফ

১. আম্বিয়ায়ে কিরামের ওহীতে কোন ভুল হয় না, কিন্তু ওলীদের কাশফে ভুল হতে পারে।

২. ওহী শরীয়াতের দলীল, কিন্তু অলীদের কাশফ ও ইলহাম শরীয়াতের দলীল নয়।

৩. ইলহাম ও কাশফ শরীয়তের সাথে সাংঘর্ষিক না হলে ব্যক্তি নিজে মানতে পারেন, কিন্তু অন্যদের জন্য তা জরুরী নয়।

৪. বর্তমানে ওহীর দরজা বন্ধ। কাশফ ও ইলহাম কিয়ামত পর্যন্ত জারী থাকবে।

জান্নাত ও জাহান্নাম

১. আখিরাতে মুমিনের জন্য জান্নাতের শান্তি এবং কাফিরদের জন্য জাহান্নামের শাস্তি সত্য।

২. জান্নাত ও জাহান্নাম বর্তমানে বিদ্যমান রয়েছে।

৩. আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় জান্নাত এবং জাহান্নাম কখনোই ধ্বংস হবে না।

৪. শতকোটি বছর ভোগ করা সত্ত্বেও জাহান্নামের শাস্তি সহ্য করার ক্ষমতা অর্জিত হবে না।

৫. গুনাহগার মুমিনদের প্রথমেই ক্ষমা করা না হলে তারা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা মাফিক গুনাহ অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময় শাস্তি ভোগ করে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

৬. জাহান্নাম মানে কেবল বিবেকের দংশন নয়, আর জান্নাত মানে ভালো কাজের পর মানসিক প্রশান্তি নয়। এ ধরনের বিশ্বাস রাখা কুফর।

৭. মুমিনরা আল্লাহর রহমতে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তিনি যদি সকল মুমিনকে জাহান্নামে প্রবেশ করান তবে তা ইনসাফ হবে। আল্লাহ তা'আলার উপর কারো কোনো অধিকার নেই। তিনি তাঁর সৃষ্টিতে যেভাবে ইচ্ছা হস্তক্ষেপ করতে পারেন।

কবরের আযাব

১. কবরের আযাব সত্য।

২. কাফেররা কবরে নিশ্চিত আযাব পাবে।

৩. আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা না করলে গুনাহগার মুমিনরাও কবরে শাস্তি পাবে।

৪. কবরের আযাব দেহ এবং রূহের সমন্বয়ে হবে। এজন্য দুনিয়া থেকে নেয়া দেহ অক্ষত থাকা জরুরী নয়। জীন ও ফেরেশতাদের দেহ যেমন অদৃশ্য হওয়া সত্ত্বেও অস্তিত্বশীল, তদ্রুপ কবরে অদৃশ্য দেহে রূহ প্রবেশ করিয়ে শাস্তি কিংবা শান্তি দেয়া সম্ভব।

৫. কবরে মৃত ব্যক্তিকে মুনকার ও নাকীর নামক ফেরেশতাদ্বয়ের প্রশ্ন করা সত্য বিষয়।

৬. জীবিতদের দোয়া ও নেক আমল পৌঁছানোর দ্বারা মৃত মুমিনরা উপকৃত হয়।

কবরবসীদের শ্রবণ

১. কবরবাসীরা দুনিয়াবাসীর আওয়াজ শুনতে পায়, বিশেষতঃ নবীগণ (আ.), শহীদগণ এবং ওলীগণ।

শাফা'আত

১. কিয়ামতের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল মানুষের জন্য হাশরের ময়দানের ভয়াবহতা থেকে নিষ্কৃতি দিয়ে বিচারকার্য শুরুর জন্য সুপারিশ করবেন। এটাই মাকামে মাহমুদ বা শাফা'য়াতে কুবরা।

২. এরপর তাঁর উম্মতের গুনাহগার মুমিনদের জন্য তিনি শাফা'আত করবেন।

৩. পরবর্তীতে অন্যান্য নবীগণ (আ.) তাদের উন্নতির জন্য শাফা'আত করবেন।

৪. ওলীগণ ও মুমিনগণ শাফা'আত করবেন।

৫. কুরআন, নেক আমল ইত্যাদির শাফা'আতও গৃহীত হবে।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট শাফা'আত চাওয়া

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা শরীফের পাশে গিয়ে শাফা'আত চাওয়া বৈধ।

২. কেননা তিনি জীবিত এবং তিনি উম্মাতের সালাম শুনতে পান।

৩. তাঁকে নিঃসন্দেহে ঈমানদার উম্মাতের জন্য শাফা'আত করার অধিকার দেয়া হবে।

আল্লাহ্ তাআলার দিদার

১. দুনিয়ায় আল্লাহ তালাকে চর্ম চক্ষু দ্বারা দেখা সম্ভব নয়।

২. আখেরাতে মুমিনগণ আল্লাহ তা'আলাকে স্বচক্ষে দেখবে।

৩. তাদের এই দেখা ধরনহীন (বিলা কাইফ) হবে। মানুষের একে অপরকে দেখার মত এই দেখা দূর কিংবা কাছ থেকে হবে না, কোন নির্দিষ্ট দিক থেকে হবে না, কোন স্থানে হবে না।

৪. তাদের এই দিদার সৃষ্টবস্তুকে দৃষ্টি দ্বারা পূর্ণ বেষ্টন করে দেখার মত হবে না।

সাহাবায়ে কিরাম (রা.) সম্পর্কে আকীদা

সাহাবায়ে কিরামের (রা.) মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হযরত আবু বকর (রা.); এরপর হযরত উমার (রা.), এরপর হযরত উসমান (রা.) এবং এরপর হযরত আলী (রা.)।

১. সাহাবায়ে কিরামের কারো সমালোচনা করা বৈধ নয়।

২. তাদের পারস্পরিক মতবিরোধের প্রকৃত রহস্য আমরা আল্লাহর দিকে সোপর্দ করি।

৩. তাদের কোন পক্ষের সমালোচনায় লিপ্ত হওয়া বৈধ নয়।
৪. তাদের ক্ষেত্রে কেবল উত্তম আলোচনাই বৈধ, সমালোচনা নয়।
৫. সকল সাহাবী রা. ন্যায়পরায়ণ।
৬. যারা মুরতাদ হয়ে গিয়েছে, তারা সাহাবী নয়।
৭. কোন সাহাবী মুনাফিক ছিলেন না। যারা মুনাফিক ছিল তারা সাহাবী নয়।
৮. সাহাবায়ে কিরাম এ উম্মতের সর্বোচ্চ স্তরের ওলী। তাঁরা পরবর্তী সকল ওলীদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ।
৯. তাঁদের দুয়েকজন কবীরা গুনাহে লিপ্ত হলেও আল্লাহ তাঁদের তাওবার তাওফীক দিয়েছেন এবং তাদের সকলের জন্য আল্লাহর ক্ষমা নির্ধারিত।

আহলুল বাইতের (রা.) প্রতি ভালোবাসা

১. আহলুল বাইতের প্রতি ভালোবাসা ফরজ এবং আমাদের ঈমানের অংশ। তাদের ভালোবাসায় সীমা লঙ্ঘন করা যাবে না। আবার তাঁদের মর্যাদাকে খাটো করে- এমন কোন কথা বলা কিংবা কাজ করা যাবে না।
২. হযরত আলী , ফাতেমা, হাসান, হুসাইন রাদিআল্লাহু আনহুম. আহলুল বাইত। উম্মাহাতুল মুমিনীন সকলেই আহলুল বাইত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্য সকল কন্যা আহলুল বাইত। জাফর রা., আকীল রা., আলী রা. ও আব্বাস রা. এবং তাঁদের বংশধরগণ আহলুল বাইতের অন্তর্ভুক্ত।

মিরাজ সত্য

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইসরা ও মিরাজ সত্য।
২. রাতের কিছু অংশে স্বশরীরে জাগ্রতাবস্থায় মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত ইসরা হয়েছে।
৩. তিনি মসজিদে আকসা থেকে সিদরাতুল মুনতাহায় পৌঁছেছেন।
৪. সেখান থেকে আল্লাহ তা'আলা যতটুকু চেয়েছেন ততটুকু উর্ধ্বে উঠিয়েছেন।
৫. মিরাজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলাকে দেখেছেন কোন স্থান ও সময়ের সম্পৃক্ততা ছাড়াই।

৬. মিরাজের এই দিদার অধিকাংশের মতে অন্তর্চক্ষু দ্বারা হয়েছে আর কিছু সংখ্যকের মতে চর্মচক্ষু দ্বারা হয়েছে। তবে সর্বাবস্থায় তা ধরনহীন; তথা স্থান, কাল ও সীমা থেকে মুক্ত দর্শন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানিত আব্বাজান ও আম্মাজান এবং তাঁর চাচা আবু তালিবের অবস্থা

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আব্বা ও আম্মা কুফরের উপর ইন্তেকাল করেনি।

২. তাঁরা দ্বীনে হানীফের অনুকূলে ও আহলুল ফাতরার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যাদের নিকট দাওয়াত পৌঁছেনি।

৩. তাঁরা এবং তাঁদের ঊর্ধ্বতন পুরুষগণ কখনো মূর্তিপূজা করেননি।

৪. তাদের "আহলুল ফাতরা" হওয়া কুরআন (ইয়াসীনঃ ৬) দ্বারা প্রমাণিত। পক্ষান্তরে কুফরী অবস্থায় ইন্তেকালের যে বর্ণনাগুলো রয়েছে সেগুলো খবরে ওয়াহেদের অন্তর্ভুক্ত। খবরে ওয়াহেদ দ্বারা আকীদা সাব্যস্ত হয় না। পাশাপাশি খবরে ওয়াহেদগুলো ব্যাখ্যা সাপেক্ষ হওয়ায় দলীলযোগ্যতা আরো কমেছে।

৫. তাই তাঁদেরকে জাহান্নামী আখ্যা দেয়া বৈধ নয়, বরং তা মারাত্মক আদবের খিলাফ।

৬. তবে তাঁর প্রিয় আবু তালেব ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও মুশরিক কুরাইশদের কূটচালের কারণে ইসলামের স্বীকৃতি দিতে সক্ষম না হয়ে কুফরের উপর বহাল থাকেন।

৭. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানার্থে আল্লাহর তা'আলার ইচ্ছায় তিনি জাহান্নামীদের মধ্যে সবচেয়ে কম আযাব ভোগ করবেন।

ইলমুল গায়েব

'গায়েব' ওই বিষয়ের জ্ঞানকে বলে যা আল্লাহ তা'আলা না জানালে আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা কিংবা চিন্তা-ফিকির ব্যয় করে জানা সম্ভব নয়।

১. গায়েবের একমাত্র মালিক আল্লাহ তা'আলা। অর্থাৎ তিনিই কেবল নিজ ক্ষমতায় সকল গায়েবের জ্ঞান রাখেন।

২. কোন নবী কিংবা ওলী গায়েবের মালিক নন।

৩. তবে নবী ও রাসূলদের (আলাইহিমুস সালাম) আল্লাহ তা'আলা গায়েবের বহু ইলম দান করেছেন। এগুলোকে ইলমে হুসূলী বা গায়েবে আত্বায়ী বলে। তাদের এ জানাটা আল্লাহর মত অনাদি ইলমের অন্তর্গত নয়।

৪. আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অন্য নবী (আ.)-দের তুলনায় সর্বাধিক গায়েবের সংবাদ জানিয়েছেন।

৫. আসমানী কিতাবসমূহ গায়েবের ইলমের অন্তর্ভূক্ত।

৬. সূরা লুকমানের ৩৪ নং আয়াতে বর্ণিত পাঁচটি বিষয়ের আংশিক ইলম ক্ষেত্র বিশেষ নবী রাসূলদের (আ.) জানানো হলেও সামগ্রিকভাবে সকল এককের জ্ঞান দেয়া হয়নি।

৭. ওলীদেরকেও আল্লাহ তা'আলা গায়েবের কোন সংবাদ ইলহামের মাধ্যমে জানাতে পারেন।

হাজির-নাজির

১. আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় নবীগণের (আ.) রূহ মুবারাক বিভিন্ন স্থানে যেতে পারে এবং দেখতে পারে। মিরাজ সংক্রান্ত হাদিস সমূহ ও অন্যান্য বর্ণনায় এর প্রমাণ রয়েছে।

২. তবে তাঁদের রূহ মুবারাক সকল স্থানে সর্বদা বিদ্যমান থাকে না।

৩. তাঁরা সর্বদা সকল স্থান দেখেন না। সদা-সর্বদা সবকিছু দেখা আল্লাহ তা'আলার গুণ; এতে তাঁর কোন শরীক নেই।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নূরানীয়্যাতের বিবরণ

১. গ্রহণযোগ্য বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রুহ মোবারক সর্বাধিক নূরানী।

২. তাঁর নবুয়্যাতের নূর অথবা নূরানী রূহ হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে পিতা আব্দুল্লাহর মাধ্যমে মা আমিনা পর্যন্ত পুরুষদের পবিত্র পৃষ্ঠদেশ এবং নারীদের পবিত্র রেহেমে স্থানান্তরিত হয়ে এসেছে। ইবনে আব্বাস রা. এর নির্ভরযোগ্য বর্ণনায় তার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। এছাড়া অনেকগুলো দুর্বল বর্ণনায় খাজা আবদুল্লাহর কপাল মুবারাক থেকে মা আমিনার নিকট নূর/নূরানী রূহ স্থানান্তরের বিষয়টি উল্লেখিত হয়েছে। এসব বর্ণনার সমষ্টি বিষয়টির একটা ভিত্তি থাকার ফায়েদা দিয়ে থাকে।

৩. ইমাম মাতুরিদী (রহ.) 'কিতাবুত-তাওহীদ'-এ এবং আবুল মুয়ীন নাসাফী (রহ.) 'তাবসীরাতুল আদিল্লাহ' গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুজিজার আলোচনায় নূর স্থানান্তরের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।

৪. অন্যান্য নবীগণ (আ.) যেভাবে আব্বা আম্মার মাধ্যমে দুনিয়াতে এসেছেন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সেই প্রক্রিয়ায় এসেছেন।

৫. আব্বাজান ও আম্মাজানের অংশের সাথে সেই নবুয়্যাতের নূরের মিশ্রণ ঘটেছিল।

৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নিকট তাঁর শরীর মুবারাকের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, ক্বলবে নূর দেয়া এবং গোটা সত্তাকেই নূর বানানোর দোয়া করেছেন। যা পরবর্তীতে হলেও জিসিম মোবারকে নূর সৃষ্টির সম্ভাব্যতার ফায়েদা দেয়।

৭. তবে কুরআনে কারীমে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রূপকার্থে নূর ও সিরাজুম-মুনীর (আলোকজ্জ্বল বাতি) বলা হয়েছে, আভিধানিক অর্থে নয়।

মুখতারে কুল ও তাসাররুফে কুল

১. মহাবিশ্বে আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কিছুই হয় না।

২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিংবা অন্য কোন নবী-ওলীকে আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা করার ক্ষমতা দিয়েছেন- এমন বিশ্বাস রাখা বৈধ নয়। এমতের বিপরীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় চাচা আবু তালিবের ইসলাম কবুল করতে না পারা সহ আরো বহু দলীল রয়েছে।

৩. তিনি হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করার ক্ষমতা রাখতেন- এমন বিশ্বাস রাখাও বৈধ নয়। এ মতের বিপরীতে মধু হারাম করে নেয়ার ফলে সূরা তাহরীম নাযিল হওয়া, বদর যুদ্ধে বন্দীদের বিধান সংক্রান্ত আয়াত সহ আরো অসংখ্য দলীল রয়েছে।

৪. কিছু বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইখতিয়ার থাকা সব বিষয়ে ইখতিয়ারকে আবশ্যক করে না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাশারিয়্যাত (মানবত্ব)

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবশ্যই মানবজাতির অন্তর্ভুক্ত।
২. তাঁর মানবত্বকে অস্বীকার করা কুফর।
৩. তবে মহত্ত্ব, গুণাবলি ও আল্লাহর নৈকট্যের ক্ষেত্রে তিনি সবার উর্ধ্বে। তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ।
৪. সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ তা'আলার নিকট তাঁর চেয়ে সম্মানিত কেউ নেই।
৫. তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ মুমিন এবং সর্বপ্রথম মুসলিম।
৬. আল্লাহ তা'আলা যেমন বে-মেছাল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তেমনি বে-মেছাল বলা সঠিক নয়।
৭. তবে কেউ গুণাবলি ও মর্যাদায় তাঁর বরাবর কিংবা সমকক্ষ নয়-এটা বুঝাতে বে-মিছাল বলতে অসুবিধা নেই।

মুসলিম শাসকদের সাথে বিদ্রোহের বিধান

১. স্পষ্ট কুফরে লিপ্ত না হলে বাইয়াতপ্রাপ্ত মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা বৈধ নয়, যদিও তারা অত্যাচারী হয়।
২. শরীয়াত সমর্থিত কাজে তাদের আনুগত্য করা ওয়াজিব। আর শরীয়াত বিরোধী কাজে তাদের আনুগত্য করা হারাম।
৩. শাসকরা ফাসেক হলে তাদেরকে নসীহত করতে হবে, তাদের জন্য দোয়া করতে হবে, তবে তাদেরকে নাম ধরে লানত করা বৈধ নয়।

কিয়ামাত

১. কিয়ামাত সত্য।
২. কিয়ামাতের সুনির্দিষ্ট সময় কেবল আল্লাহ তা'আলাই জানেন।
৩. চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার ঘটনা সত্য।
৪. ইয়াজুজ-মাজুজের আগমন সত্য।
৫. দাজ্জালের আগমন সত্য।
৬. ইয়াজুজ-মাজুজ ও দাজ্জাল প্রাণীদের অন্তর্ভুক্ত। কুরআন ও সুন্নাহতে এভাবেই বিবরণ এসেছে।
৭. মিডিয়া কিংবা পশ্চিমা শক্তিকে দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজ বলা বৈধ নয়।
৮. কিয়ামাতের পূর্বে দাব্বাতুল আরদ্ব-এর আত্মপ্রকাশ সত্য।

৯. কিয়ামাতের পূর্বে ঈসা আ. নবী হিসেবেই আগমন করবেন। তবে নতুন কোন শরীয়ত নিয়ে আসবেন না, বরং এ উম্মতের শরীয়াত মোতাবেক আমল করবেন। তাঁর আগমন অস্বীকার করা চরম গোমরাহীর অন্তর্ভুক্ত।

১০. তিনি দাজ্জালকে হত্যা করবেন।

১১. কিয়ামাতের আগে হযরত হাসান রা. এর বংশে ইমাম মাহদী আ. আসবেন।

১২. তাঁর নামের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাম এবং তাঁর বাবার নামের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আব্বাজানের নাম মিলবে।

১৩. তিনি গোপন থাকবেন। লোকেরা কাবার প্রাঙ্গণে তাঁকে খুঁজে বের করবে।

১৪. তিনি জমীনকে ইনসাফ দ্বারা ভরপুর করবেন যেমনিভাবে ইতিঃপূর্বে অন্যায় দ্বারা ভরপুর ছিল।

১৫. ইসরাফীল (আ.)-এর শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া সত্য।

হাশর-নশর

১. কিয়ামতের পর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলকে হাশর ময়দানে পুনঃ জীবিতকরণ এবং বিচারের উদ্দেশ্যে একত্রিতকরণ সত্য।

২. হাওজে কাওছার সত্য।

৩. জাহান্নামের উপর দিয়ে অতিক্রম করে জান্নাতে যাওয়ার যে রাস্তা রয়েছে (পুলসিরাত) তা সত্য।

৪. প্রত্যেকে নিজ নিজ আমলনামা ডান হাতে অথবা বাম হাতে কিংবা পেছন থেকে পাবে।

৫. ভালো ও মন্দ আমল মীযানে পরিমাপের বিষয়টি সত্য।

৬. বিচার দিবসে মানুষের বিরুদ্ধে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাক্ষ্য দেয়ার বিষয়টি সত্য।

বিদআত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খোলাফায়ে রাশেদীনের প্রত্যক্ষ অনুমোদন নেই এমন নতুন বিশ্বাস ও আমলকে বিদআত বলা হয়। তবে নব উদ্ভাবিত আমল দু ভাগে বিভক্ত;

১. যা মৌলিকভাবে শরীয়াতের মূলনীতি বিরোধী, তাকে বিদআতে সাইয়্যিআহ (নিন্দনীয় বিদআত) বলে।

২. আর যা মৌলিকভাবে শরীয়াতের মূলনীতি বিরোধী নয়, তাকে বিদআতে হাসানা (উত্তম বিদআত) বলে।

এর মানে, যে আমলের অংশগুলো শরীয়াতে আলাদা আলাদাভাবে প্রমাণিত, কিন্তু বিশেষ উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট নিয়মে করা হয়, তা মন্দ বিদআত নয়।

৩. বিদআতে হাসানা ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহছান কিংবা মুবাহ এর যে কোন একটির অন্তর্ভুক্ত হয়। আর বিদআতে সায়্যিআহ হারাম, মাকরূহে তাহরীমি, মাকরূহে তানযীহি এর যে কোন একটির অন্তর্ভুক্ত হয়।

৪. বিশ্বাসের কারণে মুবাহ বিষয়টা বিদআত হয়ে যায়।

৫ সালাফগণ আমলগত বিদআতের তুলনায় বিশ্বাসগত বিদআতকে জঘন্যতম মনে করতেন।

শিরক

১. আল্লাহ তা'আলার সত্তা, সিফাত (গুণ) কিংবা আফয়াল (কর্ম)-এ কাউকে অংশীদার মনে করাই শিরক।

২. শিরকের মূল বিষয়টি বিশ্বাসের সাথে সম্পৃক্ত, আমলের সাথে নয়।

৩. তবে অনেক ক্ষেত্রে বাহ্যিক আমল শিরকের প্রতি সরাসরি ইঙ্গিত করে। যেমন- মূর্তির উদ্দেশ্যে সিজদা করা।

৪. তাজীমের উদ্দেশ্যে গাইরুল্লাহকে সিজদা দেয়া হারাম, তবে শিরক নয়। পক্ষান্তরে ইলাহ তথা ইবাদাতের উপযুক্ত মনে করে দিলে শিরক হবে।

(বি.দ্র. এ পার্থক্য না বুঝায় একদল মাজারে গেলেই সরাসরি মুশরিক মুশরিক ফতোয়া দেয়।)

৫. কবর পাকা করা, কবরে ফুল দেয়া, গিলাফ লাগানো এগুলো জায়েজ-নাজায়েজের বিষয়, ঈমান-কুফরের বিষয় নয়।

৬. কোন মুসলমানকে কোন বদ আমলের কারণে কাফের বা মুশরিক বলা হারাম।

তাবাররুক বি আছারিস সালেহীন

১. নবী-সালেহীনদের (আ.) স্মৃতি চিহ্ন দ্বারা বরকত লাভ করা শিরক নয়, বরং উত্তম।

২. তবে সেগুলো নিজ ক্ষমতায় উপকার করতে পারে এমন ধারণা রাখা হারাম।

৩. নেককারদের সঙ্গের কারণে আল্লাহ তা'আলা কোন বস্তুতে বরকত দিতে পারেন। কুরআনে বর্ণিত ইউসুফ আ. এর জামা এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

৪. এটা শুধু নবীদের (আ.) জীবদ্দশার সাথে নির্দিষ্ট নয়, বরং তাদের ইন্তেকালের পরেও তাঁদের স্মৃতিচিহ্ন থেকে বরকত নেয়া বৈধ।

৫. নবীদের (আ.) খুসূসিয়্যাত (যা তাদের জন্য নির্দিষ্ট) ছাড়া বাকি বিষয়গুলোতে সালেহীনদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

৬. তবে তাবাররুক গ্রহণের বস্তু অবশ্যই প্রমাণিত হতে হবে।

৭. বরকতময় স্মৃতিচিহ্ন প্রদর্শন করাকে ব্যবসা বানানো বৈধ নয়।

মৃত মুসলমানের জন্য ঈছালে ছাওয়াব

১. মুসলমান মাইয়্যেতের জন্য জীবিত মুসলমান কোন আমল করে তাঁর ছাওয়াব পৌঁছে দিলে আল্লাহর ইচ্ছায় তা পৌঁছে যায়।

২. হজ্জ বা অন্য কোন নির্দিষ্ট ইবাদত নয়, বরং যে কোন আমলের ঈছালে ছাওয়াব করা যায়।

৩. যিনি ছাওয়াব পৌঁছে দেন, আল্লাহ তা'আলা চাইলে তাকেও ছাওয়াবে অংশীদার করতে পারেন।

৪. মৃত মুসলমানের জন্য দোয়া ও ইস্তেগফার করলেও তাঁদের উপকার হয়।

খ. বাতিল ফিরকাগুলোর ভ্রান্ত আকীদা

খারেজী

আল মিলাল ওয়ান-নিহাল গ্রন্থকার বলেন, "প্রত্যেক ওই ব্যক্তি যিনি এমন সত্যনিষ্ঠ ইমামের (শাসক) বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন যার ওপর মুসলিম জামায়াত বা জনগোষ্ঠী ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, তাকে 'খারেজি' বলা হয়। চাই সেই বিদ্রোহ সাহাবায়ে কেরামের যুগে খুলাফায়ে রাশেদীনের বিরুদ্ধে হোক, কিংবা তাঁদের পরবর্তী যুগে তাবেয়ীনদের বিরুদ্ধে হোক, অথবা যেকোনো যুগের (ন্যায়নিষ্ঠ) ইমাম বা শাসকদের বিরুদ্ধেই হোক না কেন।"

তবে সাহাবায়ে কিরামের যামানার খারেজীরা প্রথম পর্যায়ের খারেজী। তাদের কিছু আকীদা নিম্নরূপঃ

১. কবিরা গুনাহকারী কাফের।

২. কবিরা গুনাহকারী তাওবাহীন কবরে গেলে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে।

৩. আলী রা. ও মুয়াবিয়া রা. কাফের হয়ে গিয়েছিলেন।

৪. শাসক সুন্নাহর খিলাফ করলেই তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ওয়াজিব।

৫. মানুষের ফয়সালা কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়।

৬. খলীফা হওয়ার জন্য কুরাইশ কিংবা স্বাধীন হওয়া শর্ত নয়।

[সূত্রঃ আল মিলাল ওয়ান-নিহাল]

মু'তাজিলাদের আকীদা

১. আল্লাহ সত্তার মাঝে কোন সিফাত নেই। উদাহরণতঃ তারা বলে, যাত-ই রহমান, যাত-ই রাহীম, যাত-ই র ইত্যাদি।

২. তাকদীর নেই।

৩. আল্লাহ মানুষের মধ্যে শক্তি দিয়েছেন। এরপর মানুষ সে শক্তি দ্বারা তার কাজকে সৃষ্টি করে। মানুষের সকল কাজ আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী হয় না।

৪. বান্দার জন্য সর্বাধিক কল্যাণকর বিষয় বাচাই করা আল্লাহর উপর আবশ্যক।

৫. নেক কাজের প্রতিদান ও গুনাহের শাস্তি প্রদান আল্লাহর উপর ওয়াজিব।

৬. কবীরা গুনাহকারী মুমিনও নয় কাফিরও নয়, বরং সে এতদূভয়ের মধ্যবর্তী পর্যায়ে থাকে। তবে তাওবা ছাড়া মারা গেলে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে।

৭. আল্লাহ তা'আলা মন্দ কাজের স্রষ্টা নন।

৮. কুরআন সৃষ্ট।

৯. আখিরাতে আল্লাহ তা'আলাকে দেখা সম্ভব নয়।
১০. মুতাশাবিহাত আয়াতের তাবীল অকাট্য। যেমন- ইয়াদ মানে শক্তি। তাদের মতে এটাই আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য।
১১. আখিরাতে আমল ওযন করা সম্ভব নয়।
১২. শাফা'য়াতের মাধ্যমে কেউ জাহান্নাম থেকে জান্নাতে আসবে না।
১৩. জান্নাত ও জাহান্নাম বর্তমানে বিদ্যমান নেই। কিয়ামতের দিন সেগুলো সৃষ্টি করা হবে।
১৪. ফাসেক খলিফাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরা ওয়াজিব।
১৫. মিরাজ স্বপ্নে হয়েছে।
১৬. নবীদের সাথে মিলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকায় কারামাত ঘটা সম্ভব নয়।
১৭. তারা সব কিছুকে আকল দ্বারা বিচার করে।
১৮. তাদের মতে, হারাম জিনিস রিযক নয়।

শিয়াদের আকীদা ও কিছু আমল

১. একজন ইমাম থাকা জরুরী যে নবীদের মত নিষ্পাপ হবে, যে উম্মাতকে নেতৃত্ব দিবে।
২. তাকিয়া করা ঈমানের অংশ। তাকিয়া হল, ক্ষতির আশঙ্কা থাকলে বিরোধীদের নিকট নিজের বিশ্বাস গোপন করতে মিথ্যা কথা বলা।
৩. অল্প কিছু সাহাবী ছাড়া বাকি সবাই মুরতাদ হয়ে গিয়েছেন।
৪. হযরত আলী রা. ছাড়া বাকী সব খলীফা জোরপূর্বক ক্ষমতায় ছিলেন, তাঁরা অবৈধ শাসক ছিলেন।
৫. বারো জন ইমামের শেষ জন মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আল মাহদী গায়েব হয়ে গিয়েছিলেন। কেয়ামতের আগে তিনি আবার এসে দুনিয়ায় ইনসাফ (শিয়া রাষ্ট্র) কায়েম করবেন।
৬. তাদের কালেমা, আযান, নামাজ আহলুস-সুন্নাহ থেকে আলাদা।
৭. তাদের অনেকের মতে, আমাদের নিকট বিদ্যমান কুরআন অসম্পূর্ণ। প্রকৃত কুরআন তাদের ইমামদের নিকট সংরক্ষিত আছে।
৮. তারা মোজার উপর মাসেহ করা বৈধ মনে করে না।
৯. তারা ওযূতে পা না ধুয়ে মাসেহ করে।
১০. তারা 'নিকাহে মুতআ' তথা সাময়িক সময় বহাল থাকার চুক্তিতে বিবাহ করাকে বৈধ মনে করে।

মুরজিয়াদের আকীদা

১. খাঁটি ঈমান আনার পর গুনাহ্ করলে তা বান্দার ঈমানের কোন ক্ষতি করতে পারে না।

২. নির্ভেজাল ঈমান থাকলে আখিরাতে গুনাহের কোন শাস্তিও হবে না।

কাদারিয়্যাহ (তাকদীর অস্বীকারকারী দল)

১. বান্দাদের সকল কাজ আল্লাহ তা'আলা পূর্ব থেকে জানেন না, বরং কাজ করার সময় জানেন।

২. তাকদীর বলতে কিছু নেই।

৩. কিছুটা পার্থক্যের সাথে তাদের মতবাদ মু'তাজিলারা গ্রহণ করে নিয়েছে।

জাবরিয়্যাহ

১. তাদের মতে মানুষ যা কিছু করে, তা তার নিজের কাজ নয়। বরং মানুষ কেবল একটি মাধ্যম মাত্র, যার ওপর দিয়ে কাজগুলো অতিবাহিত হয়।

২. তারা বিশ্বাস করে, মানুষের কোনো কিছু করার মতো নিজস্ব কোনো শক্তি বা 'ইচ্ছা' (ডরষষ) নেই।

৩. জাহমিয়্যাহ সম্প্রদায় সহ আরো অনেকেই জাবরিয়্যাহ মতবাদে বিশ্বাসী।

জাহমিয়্যাহ

১. কোনো প্রাণীরই কোনো কাজে সামান্যতম স্বাধীন ইচ্ছা বা ক্ষমতা নেই। মানুষ যা কিছু করে তা সম্পূর্ণ বাধ্য হয়ে করে (একদম জড় পদার্থের মতো)।

২. মানুষের কোনো কাজকে তার কাজ বলাটা কেবলই রূপক (যেভাবে পানি প্রবাহিত হয়, তেমনি মানুষ কাজ করে)। প্রকৃতপক্ষে মানুষের কোনো কাজ নেই।

৩. তারা বিশ্বাস করে জান্নাত ও জাহান্নাম চিরস্থায়ী নয়, বরং একসময় অন্য সবকিছুর মতো ধ্বংস হয়ে যাবে।

৪. তাদের মতে আল্লাহর জ্ঞান অনাদি নয়, বরং নতুনভাবে সৃষ্টি হয়েছে।

৫. ভবিষ্যৎ জ্ঞান অস্বীকার: যা ঘটবে তা ঘটার আগে আল্লাহ তা'আলা জানেন না (নাউযুবিল্লাহ)।

৬. আল্লাহর সিফাত বা গুণাবলি অস্বীকার: আল্লাহকে 'হাই' (চিরঞ্জীব), 'জ্ঞানী', 'মুরীদ' (ইচ্ছাকারী) বা 'মাওজূদ' (বিদ্যমান)' বলা যাবে না; কারণ মানুষেরও এই গুণগুলো আছে।

৭. আল্লাহকে কেবল 'খালিক্ব', 'মালিক', 'মুহয়ী' (জীবনদাতা) বা 'মুমীত' (মৃত্যুদাতা) বলা যাবে, কারণ এই গুণগুলো মানুষের নেই।

৮. আল্লাহর কালাম বা কথা নতুন সৃষ্টি এবং এটি অনাদি নয়।

৯. আল্লাহ কালাম করলেও তাঁকে 'মুতাকাল্লিম' (কথক) নামে অভিহিত করা যাবে না।

১০. আকিদাগত বিদআতের পাশাপাশি তারা অস্ত্র হাতে মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাকে বৈধ মনে করত।

১১. তারা বলে, ঈমান হলো শুধুমাত্র আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান (معرفة) অর্জন করা, আর কুফর হলো আল্লাহকে না জানা।

[তথ্যসূত্র: ১. আল মিলাল ওয়ান-নিহাল, ২. আল ফারকু বাইনাল ফিরাক, ৩. আত-তাবসীর ফীদ-দ্বীন]

কাররামিয়্যাহদের আকিদা

১. তারা মনে করে আল্লাহ আরশের ওপর ঠিক সেভাবেই স্থির হয়ে আছেন যেভাবে কোনো বস্তু কোনো কিছুর ওপর বসে বা স্থির থাকে।

২. তারা বিশ্বাস করে আল্লাহ সত্তাগতভাবেই (ذاتا) ওপরের দিকে অবস্থিত।

৩. তারা আল্লাহর জন্য 'জাওহার' শব্দটি ব্যবহার করে, যা আহলুস-সুন্নাহর নিকট স্রষ্টার শানে অশোভনীয়।

৪. তাদের চরমপন্থী একদল বিশ্বাস করে যে, আল্লাহর সত্তা আরশের উপরিভাগের সাথে সরাসরি স্পর্শ করে লেগে আছে।

৫. তারা আল্লাহর জন্য এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়া বা স্থান পরিবর্তনের আকীদা পোষণ করে।

৬. তাদের অনেকে দাবি করে যে, আল্লাহর সত্তার বিশালতায় আরশ পূর্ণ হয়ে গিয়েছে।

৭. পরবর্তী কাররামিয়ারা বলত যে, আল্লাহ আরশের সাথে সরাসরি লেগে নেই, বরং আরশের ঠিক ওপরের দিকে সমান্তরালভাবে অবস্থান করছেন।

৮. আল্লাহ তাআলা এবং আরশের মাঝে এমন একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব বা ফাঁকা জায়গা আছে, যদি 'জাওহার' (বস্তুর ক্ষুদ্রতম কণা) দিয়ে পূর্ণ করা হতো তবে আল্লাহর সত্তা আরশের সাথে লেগে যেত।

ইবনে হাইসামের মতেঃ আল্লাহ ও আরশের মাঝে অসীম (غير متناه) দূরত্ব রয়েছে। তিনি জগত থেকে সম্পূর্ণ আলাদা (মুবায়িন), তবে তিনি নির্দিষ্টভাবে ওপরের দিকেই আছেন।

৯. তাদের অধিকাংশের মতে আল্লাহ হলেন একটি 'জিস্‌ম'। তবে যারা কিছুটা মধ্যমপন্থা অবলম্বনের দাবি করে, তারা বলেঃ আল্লাহকে 'জিস্‌ম' বলার অর্থ হলো তিনি 'কায়েম বিজাতিহি' (স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা)।

১০. আল্লাহর শেষ সীমানা বা বর্ডার আছে কিনা - এ নিয়ে তাদের তিনটি মত রয়েছেঃ

(১) আল্লাহর ছয়টি দিক থেকেই সীমানা বা শেষ প্রান্ত আছে।
(২) আল্লাহর কেবল নিচের দিকে (আরশের দিকে) সীমানা আছে।
(৩) আল্লাহর কোনো সীমানা নেই, তিনি অসীম।

১১. আল্লাহ এক হওয়া সত্ত্বেও একই সাথে আরশের সকল অংশের ওপর অবস্থান করেন। আরশ তাঁর নিচে এবং তিনি সবকিছুর ওপরে। আল্লাহ তাঁর একত্ব বজায় রেখেই আরশের প্রতিটি বিন্দুর সাথে সরাসরি সংশ্লিষ্ট বা মুখোমুখি।

১২. তারা মনে করে, আল্লাহর সত্তার মধ্যে নতুন নতুন বিষয় উৎপন্ন হতে পারে। আল্লাহর সত্তায় যা ঘটে তা তাঁর কুদরতের মাধ্যমে সরাসরি হয়। আল্লাহর সত্তার বাইরে যা সৃষ্টি হয় (জগত), তা আল্লাহর ভেতরের কিছু প্রক্রিয়ার (যেমনঃ ইচ্ছা বা বলা) মাধ্যমে সৃষ্টি হয়। এটি তাদের একটি ভয়ংকর আকিদা।

১৩. তারা 'সৃষ্টি করা' (عملية الخلق) এবং 'সৃষ্ট বস্তু' (المخلوق)-কে আলাদা মনে করে। আল্লাহ যখন কোনো কিছু সৃষ্টি করতে চান, তখন তাঁর সত্তার ভেতরে 'কুন' (হও) শব্দটি এবং 'ইচ্ছা' উৎপন্ন হয়। এই 'কুন' বলাটাই হলো 'খলক' বা সৃষ্টি করা, যা আল্লাহর সত্তায় ঘটে। আর এর ফলে জগতের বাইরে যে বস্তুটি তৈরি হয় তা হলো 'মাখলুক'।

১৪. তাদের মতে, আল্লাহর সত্তার ভেতরেই অতীত-ভবিষ্যতের খবর, নাযিলকৃত কিতাবসমূহ, ওয়াদা এবং ধমকসমূহ নতুন করে সৃষ্টি (حدوث) হয়।

ইবনে হাইসামের মতে, কোনো কিছু সৃষ্টি করা বা ধ্বংস করা মূলত আল্লাহর 'ইচ্ছা' ও প্রাধান্যদান (الإيثار) অনুযায়ী হয়, যা 'কুন' বা বলা দ্বারা বাস্তবায়িত হয়ে থাকে।

১৫. তাদের কেউ কেউ মনে করে, প্রতিটি সৃষ্টির জন্য আলাদা আলাদা 'সৃষ্টি প্রক্রিয়া' (ইজাদ) প্রয়োজন।
চরমপন্থীরা দাবি করে যে, যেহেতু সৃষ্টির প্রক্রিয়া অনেক, তাই আল্লাহর 'কুদরত' বা ক্ষমতাও অনেক (তাআদ্দুদুল কুদরাত)।
অধিকাংশের মতে, আল্লাহর ক্ষমতা বা কুদরত পাঁচটি জিনিসের ওপর ভিত্তি করে বহুবচন হতে পারে: ১. কাফ (কুন-এর প্রথম অক্ষর), ২. নুন (কুন-এর শেষ অক্ষর), ৩. ইচ্ছা, ৪. শ্রবণ এবং ৫. দর্শন।

উল্লেখ্য: হাম্বলীদের মধ্যে যারা দেহবাদী তারা এবং তাদের উত্তরসূরী ইবনে তাইমিয়া কাররামিয়াদের বহু আকিদা গ্রহণ করে নিয়েছে।

ওহাবী সম্প্রদায়

আরবের নজদ এলাকার মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব ও ইবনে তাইমিয়ার অনুসারীরাই প্রকৃত ওয়াবী/ওয়াহহাবী ফিরকা। তাদের মতে,
১. নবীদের সম্বোধন করে শাফা'আাত চাওয়া শিরক।
২. আল্লাহ আরশে বসে আছেন। তিনি প্রথম আসমানে নামেন, উঠেন, দৌড়ান, হাঁসেন ইত্যাদি।
৩. আল্লাহ উপরের দিকে অবস্থান করছেন।
৪. আল্লাহর সীমা আছে।
৫. নবীগণ কবরে মৃত।
৬. মৃত ব্যক্তির ওসীলা দিয়ে দোয়া করা হারাম।
৭. ইছালে ছাওয়াব বৈধ নয়।
৮. মৃত ব্যক্তির জন্য কুরআন খতম করা বৈধ নয়।
৯. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা শরীফ জিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা হারাম।
১০. মৃতরা জীবিতদের আওয়াজ শুনতে পায় না। (মাউসূআতুল আলবানী ফিল আকায়িদ, মাসআলা নং ২৫২)
১১. 'আল্লাহর কালাম' অক্ষর ও স্বরের সমন্বয়ে গঠিত হয়। (মাজমূউল ফাতাওয়া-১২/১৭৩)
১২. আল্লাহ চাইলে মশার উপর ভর করতে পারেন। (বায়ানু তালবীসিল-জাহমিয়া-৩/২৪৩)

১৩. জাহান্নাম একসময় ধ্বংস হয়ে যাবে। (ইবনে তাইমিয়া, আর-রাদ্দু আলা মান ক্বালা বিফানায়িল জান্নাতি ওয়ান্নার, পৃষ্ঠাঃ ৬৭, প্রকাশনীঃ দারু বালানসিয়াহ, প্রকাশকালঃ ১৪১৫ হিজরী মোতাবেক ১৯৯৫ ঈসায়ী সন])
১৪. একসাথে তিন তালাক দিলে এক তালাক হবে। (মাজমূউল ফাতাওয়া- খ.৩২/পৃ.৩১১-৩১২)

আহলে হাদিস

১. তাকলীদে শাখসী তথা নির্দিষ্ট ইমামকে অনুসরণ করা শিরক।
২. আকিদায় এরা ওহাবীদের পূর্ণ অনুসারী।

মাইজভান্ডারী

১. তাজিমী সেজদা দেয়া বৈধ। (মাইজভান্ডারের বহছ, রুহুল আমীন বশিরহাটি)
২. বাদ্যযন্ত্র সহকারে জিকির জায়েয। (মিলাদে নববী ও তাওয়াল্লেদে গাউছিয়া, ১১শ সংস্করণ, জুন-২০০২,পৃষ্টা-৪)
৩. যে কোন ধর্মের লোককেই তার স্বধর্মে রেখে তাকে মুরীদ বানানো যায়। (বেলায়েতে মোতলাকা, ৮ম সংস্করণ, এপ্রিল২০০১, পৃষ্টাঃ৫৬-৫৭)
৪. তাদের পীরের মধ্যে মানুষের হায়াত-মওতের ব্যাপারে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা রয়েছে। (মাইজভাণ্ডারীর জীবনী ও কেরামত, পঞ্চদশ প্রকাশঃ জুলাই-২০০২, পৃষ্টা-১২৯)
৫. পীরের মধ্যে আল্লাহ তাআলার প্রকাশ ঘটেছে। (রত্নভাণ্ডার, ২/১১, ৮ম সংস্করণ, ১৯৯৭)

দেওয়ানবাগী

১. আল্লাহর আকার রয়েছে।
২. "আল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে আত্মা এক বিচ্ছেদ যাতনা ভোগ করতে থাকে। প্রভুর পরিচয় নিজের মাঝে না পাওয়া অবস্থায় মৃত্যু হলে সে বেঈমান হয়ে কবরে যাবে। তখন তাঁর আত্মা এমন এক অবস্থায় আটকে পড়ে যে, পুনরায় আল্লাহর সাথে মিলনের পথ খুঁজে পায়না। আর তা আত্মার জন্য কঠিন যন্ত্রনাদায়ক। আত্মার এরূপ চিরস্থায়ী যন্ত্রনাদায়ক অবস্থাকেই জাহান্নাম বা দোযোখ বলা হয়।" (আল্লাহ কোন পথেঃ ৪৪)

৩. "দেওয়ানবাগে আল্লাহ ও সমস্ত নবী রাসূল, ফেরেস্তারা মিছিল করে এবং আল্লাহ নিজে শ্লোগান দেন।" (সাপ্তাহিক দেওয়ানবাগ, মার্চ ১৯৯৯ ইং)
৪. "মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত হায়াতে জিন্দেগী কে পুলসিরাত বলা হয়।" (আল্লাহ কোন পথে, তৃতীয় সংস্করণঃ ৬০)
৫. "কোন লোক যখন নফসীর মাকামে গিয়ে পৌঁছে, তখন তাঁর আর কোন ইবাদাত লাগেনা।" (আল্লাহ কোন পথে, পৃঃ ৯০)
৬. "জিব্রাইল বলতে আর কেও নন, স্বয়ং আল্লাহ-ই জিব্রাইল।" (মাসিক আত্মার বাণী, ৫ম বর্ষ, ১ম সংখ্যাঃ ২১)
৭. দেওয়ানবাগী নিজেকে ইমাম মাহদী দাবী করে এবং 'দুরূদে মাহদী' রচনা করে। দুরূদে মাহদীঃ "আল্লাহুম্মা ছাল্লী আ'লা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিউ ওয়ালা আ'লা ইমাম মাহদী রাহমাতাল্লিল আলামীন ওয়ালিহী ওয়াছাল্লীম।"

রাজারবাগীর ভ্রান্তিসমূহ

১. ছবি তোলা ও ভিডিও করা হারাম। হজ্বে যেতে ছবি লাগে। মসজিদে হারামে সিসি ক্যামেরা রয়েছে। তাই বর্তমানে হজ্ব করতে যাওয়া যাবে না।
২. নবী-ওলীদের সকল লকব রাজারবাগের পীরের আগে ব্যবহার করা বৈধ। (কিতাবুল আলকাব দ্রষ্টব্য)
৩. ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদযাপন করা সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদাত।
৪. পীর সাহেব দিল্লুর রহমান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ছাড়া বাকি সবার শায়েখ। (পীর সাহেবের আলোচনার অডিও রেকর্ড)
৫. দিল্লুর রহমান নিজেকে "রাহমাতুল্লিল আলামীন", সায়্যিদুল খালাইক্ব (সৃষ্টির সেরা), ক্বায়িমে মাকামে হাবীবুল্লাহ (নবীজির স্থলাভিষিক্ত), মালিকুদ-দুনিয়া ওয়াল আখিরাহ্ দাবি করে। [রাজারবাগ থেকে প্রকাশিত যে কোন বই দেখুন]
৬. রাজারবাগী নিজের নামে দুরূদ বানিয়েছে। পাশাপাশি সে নিজের নামের শেষে "সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম" লিখে থাকে!
৭. পীরের স্ত্রীকে "উম্মুল উমাম" বলা হয়, যা উম্মাহাতুল মুমিনীনদের সাথে তুলনা থেকে হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। (রাজারবাগীদের ওয়েবসাইটে এবং তাদের অসংখ্য বইয়ে বিষয়টি বিদ্যমান)
৮. সে আওলাদে রাসূল হওয়ার মিথ্যা দাবি করে। (তাদের প্রত্যেকটি বই ও মাসিক বাইয়্যেনাত দ্রষ্টব্য)

মওদূদী সাহেবের কিছু বিভ্রান্তি

১. সে রব, ইলাহ, ইবাদাত ও দ্বীনের বিকৃত ব্যাখ্যা আবিষ্কার করে। সে দাবী করে, ১ম শতাব্দীর পর থেকে মানুষ কুরআনের এ পরিভাষাগুলোর মর্ম বুঝতে পারেনি। (দেখুন তার বই : কুরআন কী চার বুনিয়াদি ইসতেলাহ)

২. সে বলেছে, "দ্বীন মূলতঃ রাষ্ট্র সরকারকেই বলা হয়। শরীয়ত হচ্ছে এর আইন এবং এ আইন ও নিয়ম-প্রথা যথারীতি মেনে চলাকে বলা হয় ইবাদত।" (খুতুবাত, পৃ. ৩২০, ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা: ২৫৮)

৩. নামাজ, রোজা এগুলো ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের কর্মীদের জন্য ট্রেনিং কোর্স। (দেখুনঃ নামাজ রোজার হাকিকত)

৪. সে সাহাবীদের সমালোচনার উর্ধ্বে মনে করতো না। মুয়াবিয়া রা. সহ অনেক সাহাবীর নগ্ন সমালোচনা করেছে। (দেখুন খেলাফত ও রাজতন্ত্র)

৫. সে তাফহীমুল কুরআনে বিভিন্ন স্থানে নবীদের শানে আপত্তিকর কথা বর্ণনা করেছে। তিনি নবীদের সর্বদা নিষ্পাপ মনে করতেন না। উদাহরণতঃ

- তার মতে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রিসালাতের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ত্রুটি করেছেন। (আবুল আলা মওদূদী, কুরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা, অনুবাদঃ গোলাম সোবহান সিদ্দিকী, ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, ২য় প্রকাশঃ মে ২০১০, পৃষ্ঠাঃ ১১৮)

মওদূদী সাহেব আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্বন্ধে বলেছেন,

یعنی اپنے رب سے دعا مانگو کہ جو خدمت اس نے تمہارے سپرد کی تھی اس کو انجام دینے میں تم سے جو

بھول چوک یا کوتاہی بھی ہوئی ہو اس سے چشم پوشی اور در گزر فرمائے۔

অর্থাৎ আল্লাহর নিকট কাতর কণ্ঠে এই দোয়া কর যে, তোমাকে যে কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল তা সম্পন্ন করার ব্যাপারে তোমার দ্বারা যে ভুল-ত্রুটি হয়েছে কিংবা তাতে যে অসম্পূর্ণতা ও দুর্বলতা রয়ে গেছে তা যেন তিনি ক্ষমা করে দেন। (উর্দু ইবারাত উর্দু তাফহীম থেকে নেয়া। আর অনুবাদ নেয়া হয়েছে মাওলানা আবদুর রহীম সাহেবের অনুবাদ থেকে। অর্থাৎ তাফহীমুল কুরআন ১৯শ খণ্ড, সূরা নাসর, আয়াত-৩, টীকা-৪, খায়রুন প্রকাশনী)

- সে দাউদ আ. এর শানে পরকিয়ায় জড়িয়ে বিবাহ করার মত ঘৃণ্য বর্ণনা বিকৃত বাইবেল থেকে এনে সমালোচনা ছাড়াই বর্ণনা করেছে। (তাফহীম, সূরা সোয়াদ, আয়াত ২১-২৪ দ্রষ্টব্য)
- ইউনূস আ. সম্পর্কে অযাচিত কথা বলেছেন। (তাফহীম, সূরাতু ইউনূস, আয়াত ১৩৯-১৪৭ দ্রষ্টব্য)

৬. যুক্তি দিয়ে সহীহ্ হওয়া সত্ত্বেও অনেক হাদিস অস্বীকার করেছে। উদাহরণতঃ সুলাইমান আ. এর একরাতে সকল স্ত্রীদের নিকট যাওয়ার হাদিস অস্বীকার করেছেন। (তাফহীম, সূরা সাদ, আয়াত ৩৪ এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

৭. বনি ইসরাইলের উপর বাস্তবে তূর পর্বত উঠানোকে অস্বীকার করেছে। (তাফহীম, সূরা বাক্বারা, আয়াত ৬৩ এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

৮. তার মতে, কুরআন বুঝার জন্য শুধু স্বাভাবিক ভাষাজ্ঞান যথেষ্ট।

৯. তার মতে, উহুদ যুদ্ধে সাহাবীদের (রা.) পরাজয়ের ক্ষেত্রে সুদ ও অন্যান্য হারাম অর্থের প্রভাব ছিল। (তাফহীমে সূরা আলে ইমরান এর ৯৯ নং টিকা দ্রষ্টব্য)

১০. সে "ইকামাতে দ্বীন"-এর বিকৃত ও সীমাবদ্ধ ব্যাখ্যা তৈরি করে তা ছড়িয়ে দিয়েছে।

১১. তার মতে তাকদীরে বিশ্বাস করা আকীদার বিষয় নয়। (তাকদীরের হাকিকত, পৃষ্ঠাঃ ১২)

১২. সে নির্দিষ্ট মাযহাব মানতো না। সে বলেছে, "আমি আহলে হাদীসের ব্যখ্যাকে সঠিক মনে করি না, আর আমি নিজে হানাফীও নই শাফেয়ীও নই।" (রাসায়েল ও মাসায়েল-১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৪৩)

১৩. তার মতে, ইমাম মাহদী কোন আধ্যাত্মিক ব্যক্তি হবেন না, তিনি আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানে মুজতাহিদের মত গভীর জ্ঞানী হবেন। তাঁকে চেনার কোন আলামত থাকবে না। হয়তো তিনি নিজেও জানবেন না যে তিনি মাহদী, কিংবা তাঁর মৃত্যুর পরে বুঝা যাবে তিনি মাহদী ছিলেন। তাঁর নাকি আশঙ্কা হয় যে, মাহদীর আধুনিকতার কারণে মৌলভী ও সূফীরা সবার আগে তাঁর বিরুদ্ধে চিৎকার শুরু করবে। (ইসলামী রেঁনেসা আন্দোলন, পৃষ্ঠা ৩১)

১৪. ওহাবীদের প্রতি তার সমর্থন ছিল। সে বলেছে, "ওহাবী মূলত কোনো মতবাদের নাম নয়। কেবলমাত্র বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে এ লোকদের এ নাম দেয়া হয়েছে.....এরা মূলত হাম্বলী মযহাবের লোক। এদের ফিকাহ্ ও আকায়েদ তাই, যা ছিলো ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)।" (রাসায়েল ও মাসায়েল, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৪৪-১৪৫)

১৫. সে মসজিদে বসে মৌখিক জিকির করাকে ইবাদাত মনে করে না। সে বলেছে, "দুনিয়ার কাজ-কর্ম পরিত্যাগ করে এক কোনায় বসে যাওয়া এবং 'আল্লাহ আল্লাহ করার' নাম ইবাদত নয়। বরং এ দুনিয়ায় আপনি যে কাজই করেন না কেন তা ঠিক আল্লাহর আইন ও বিধান অনুসারে করার অর্থই হচ্ছে ইবাদত।" (ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা, পৃ. ১০৮, খুতবাত, পৃ. ১৩৯)

হিযবুত-তাওহীদের কুফরী ও ভ্রান্ত আকিদাসমূহ

এ দলের প্রতিষ্ঠাতা বায়েজিদ খান পন্নী ১৯৯৫ সালে দলটি প্রতিষ্ঠা করে। দলটি ইসলাম থেকে পুরোপুরি বিচ্যুত কাফের।

১. পন্নীর মতে সকল ধর্ম সমান। সে আল্লাহ, গড, ব্রহ্মা সব কিছুকে এক মনে করে। নিঃসন্দেহে এগুলো কুফরী আকীদা। সে বলেছে, "সকলের আদিতে যিনি তিনিই স্রষ্টা, সবকিছুর শেষেও তিনি। তিনিই আলফা, তিনিই ওমেগা। কারও কাছে তিনি আল্লাহ, কারো কাছে ব্রহ্মা, কারো কাছে গড। সে যে নামেই ডাকুক সেই মহান স্রষ্টার প্রশ্নহীন আনুগত্যই সকল দর্শনের ভিত্তি।" (সকল ধর্মের মর্মকথা সবার উর্ধ্বে মানবতাঃ পৃষ্ঠা-৪)

২. তার মতে, হিযবুত তাওহীদের অনুসারীরা ছাড়া বর্তমানে কেউই মুসলিম নেই। (এ ইসলাম ইসলামই নয়ঃ পৃষ্ঠা-১২৪, মহাসত্যের আহ্বানঃ পৃষ্ঠা-১৫, চলমান সংকট নিরসনে আদর্শিক লড়াইঃ পৃষ্ঠা-৫ ও ১৩)

* উল্লেখ্য প্রকৃত মুসলমানদের কাফের মনে করা কুফর।

৩. সে হাদিসে বর্ণিত দাজ্জালের আগমন অস্বীকার করে দাজ্জালের মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়েছে। সে বলেছে, "সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে দাজ্জাল কোন শরীরী বা বস্তুগত দানব নয়, এটি একটি বিরাট শক্তির রূপক বর্ণনা; সেই সাথে এ কথাতেও সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে ঐ বিরাট শক্তিটিই হচ্ছে বর্তমান দুনিয়ার ইহুদী খ্রীস্টান বস্তুবাদী যান্ত্রিক সভ্যতা।" (দাজ্জাল? ইহুদী-খৃষ্টান সভ্যতা, পৃষ্ঠা ৬০)

* দাজ্জাল সংক্রান্ত হাদিসগুলো মুতাওয়াতির। সুতরাং 'দাজ্জালের প্রাণী হওয়ার বিষয়টি' অস্বীকারকারীর ব্যপারে কুফরের আশংকা রয়েছে।

৪. তাঁর মতে, বেদ আসমানী কিতাব। অথচ স্বয়ং হিন্দুরা এটাকে আসমানী কিতাব বলে না। (এ ইসলাম ইসলামই নয়, পৃষ্ঠা ১৩৯-১৪০, সকল ধর্মের মর্মকথা সবার উর্ধ্বে মানবতাঃ পৃষ্ঠা-৫)

৫. জান্নাতে প্রবেশের ক্ষেত্রে আল্লাহকে ইলাহ মানা ছাড়া আমলের কোন শর্ত নেই। (মো'মেন, মুসলিম ও উম্মতে মোহাম্মদীর আকীদাঃ পৃষ্ঠা-৭)

৬. বায়েজিদ খান পন্নী নিজেকে আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত যামানার ইমাম ও মু'জিযার অধিকারী দাবী করে। (দেখুন: 'আল্লাহর মো'জেজা হেযবুত তওহীদের বিজয় ঘোষণা)
অথচ আল্লাহ কর্তৃক মু'জিযা কেবল নবীদের জন্য নির্দিষ্ট।
৭. পন্নীর নিকট নামাজ হল একটি সামরিক প্রশিক্ষণ। তার দলের নামাজ মুসলমানদের নামাজের মত নয়। সে বলেছে, "ঐক্যবদ্ধ, সুশৃঙ্খল ও সুশিক্ষিত জাতি ও বাহিনী ছাড়া কোনো সংগ্রাম, সশস্ত্র সংগ্রাম সম্ভব নয়, তাই ঐ ঐক্য ও শৃঙ্খলা শিক্ষার প্রক্রিয়া হলো সালাত (নামায)। কিন্তু নামায উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য অর্জনের প্রক্রিয়া মাত্র।" (মো'মেন, মুসলিম ও উম্মতে মোহাম্মদীর আকীদা ৮, এ ইসলাম ইসলামই নয় ২৪৭, ২৪৯)
৮. পন্নীর মতে, আল্লাহর সকল গুণ আদমের মধ্যে চলে এসেছে। (তাকওয়া ও হেদায়াহ, পৃষ্ঠা-২, দাজ্জাল? ইহুদী-খৃষ্টান সভ্যতা, পৃষ্ঠা-১০, এ ইসলাম ইসলামই নয়, পৃষ্ঠা ১৮)
৯. তার মতে, পৃথিবীতে আল্লাহর আইন অনুসারে শান্তি প্রতিষ্ঠা ফরজ আর (আমলের মাধ্যমে) তাঁর নৈকট্য লাভ করা নফল। (এ ইসলাম ইসলামই নয়, পৃষ্ঠা ১১০)
১০. তার মতে 'ইলাহ' মানে উপাস্য নয়, বরং বিধানদাতা। (মো'মেন, মুসলিম ও উম্মতে মোহাম্মদীর আকীদা: পৃষ্ঠা-৭, ইসলামের প্রকৃত সালাহ, পৃষ্ঠা ৯, এ ইসলাম ইসলামই নয়, পৃষ্ঠা ২২-২৩, ২৪, ৮৬)

কাদিয়ানী

১. গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর সবচেয়ে আলোচিত কুফরী আকিদা হলো নবুওয়াতের দাবি করা তথা খতমে নবুওয়্যাতকে অস্বীকার করা। সে নিজেকে 'জিল্লী' (ছায়া) বা 'বুরুজী' (প্রতিচ্ছবি) নবী দাবি করেছে। তার মতে, নবুওয়াতের দরজা একেবারে বন্ধ হয়ে যায়নি, বরং শরীয়তবিহীন নবী আসা সম্ভব। (তার ছেলে বশীরুদ্দীনের লিখিত "হাকিকাতুন নুবুওয়্যাহ" এবং হাকীকাতুল ওহী)

২. সে নিজেকে ঈসা মসীহ আবার কখনো মাহদী বলে দাবী করেছে। (দেখুন তার লেখা আরবাঈন লি ইতমামিল হুজ্জাহ আলাল মুখালিফীন,' পৃষ্ঠা ৪৭ ও অন্যান্য)

৩. গোলাম আহমদ কাদিয়ানী দাবি করতো যে, তার কাছে জিবরাঈল (আ.)-এর মতো ফেরেশতার মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী বা ইলহাম আসে। সে তার এই কথিত ওহীগুলোকে 'তাজকিরাহ' নামক গ্রন্থে সংকলন করেছেন। (বইটির পুরো নাম "আত-তাযকিরাহ; আল ওয়াহ-ইউল মুকাদ্দাস ওয়ার রুআ ওয়াল কুশূফ)

৪. সে ব্রিটিশ শাসনামলে সশস্ত্র জিহাদকে রহিত ঘোষণা করে। তার মতে, এখন কলমের জিহাদ বা যুক্তির জিহাদের সময়, তলোয়ারের জিহাদ আর বৈধ নয়। তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারকে খুশি করতেই সে এই মতবাদ প্রচার করেছিল। তার অনুসারীদের মত এটাই। (দেখুনঃ তিরইয়াকুল কুলুব, আল খাযায়িনুর-রূহানিয়্যাহ, খন্ড ১৫, পৃষ্ঠা ১৬৭, হাশিয়া দ্রষ্টব্য।)

৫. তার মতে যারা তাকে নবী বা মসীহ হিসেবে স্বীকার করে না, তারা ইসলামের প্রকৃত গণ্ডি থেকে বিচ্যুত। যদিও পরবর্তীতে কাদিয়ানীদের বিভিন্ন উপদলের মধ্যে এ নিয়ে মতভেদ তৈরি হয়েছে। (কাদীয়ানীদের আরবী ওয়েবসাইট দ্রষ্টব্য, https://islamahmadiyya.net/)

৬. কাদীয়ানীর মতে কুরআনে কোন নাসেখ-মানসূখ নেই। (প্রাগুক্ত)

৭. তারা মুরতাদদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড হওয়াকে অস্বীকার করে। (প্রাগুক্ত)

৮. কাদিয়ানীর মতে দুনিয়ার বাইরে কোন জান্নাত-জাহান্নাম নেই। ঈমানের স্বাদই জান্নাত আর কুফরের অশান্তিই জাহান্নাম। (গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর লেখা "ফালসাফাতুল ইসলাম" দ্রষ্টব্য)

৯. . মির্যা গোলাম কাদিয়ানীর মতে মিরাজ সশরীরে জাগ্রত অবস্থায় হয়নি, বরং এটি কেবল একটি 'রূহানী কাশফ' বা স্বপ্ন ছিল। ইসরা এবং মিরাজের মধ্যে ৫-৭ বছরের ব্যবধান ছিল। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্ষ বিদীর্ণের ঘটনাকে 'রূপক' বা প্রতীকী বিষয় হিসেবে আখ্যা দিয়েছে।

১০. মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী তার অনুসারী ছাড়া বাকি সবাইকে কাফের মনে করত। (তাঁর লিখিত 'আত-তাযকিরাহ', পৃষ্ঠা ৩৪২, এবং 'রিসালাতুয-যিকরিল হাকীম', পৃষ্ঠা ৪৪)

এছাড়াও নানা কুফরী বিশ্বাসের কারণে সারা বিশ্বের আহলুস-সুন্নাহর আলেমগণ কাদিয়ানীকে কাফের ফতোয়া দিয়েছেন। ১৯৭৪ সালে পাকিস্তান সরকার রাষ্ট্রীয়ভাবে কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা করে। খ্রিস্টান মিশনারীদের সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামকে বাংলাদেশ থেকে আলাদা

করার জন্য তারা কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশেও তাদের কাফের ঘোষণা করার জোর আন্দোলন হওয়া জরুরী।

بعون الله العلي القدير القديم تم وانتهى فله الحمد في الأولى والآخرة

وصلى الله على سيد الأبرار النبي المختار محمد وآله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين-

লেখক পরিচিতি

নামঃ মুহাম্মাদ নাজিম উদ্দীন
উপনামঃ আবু জাওয়াদ
পিতাঃ মো. আমির হোসেন মজুমদার
জন্মঃ ২০শে মার্চ ১৯৯৭ ঈসায়ী
জন্মস্থানঃ বড় সাঙ্গিশ্বর, নাঙ্গলকোট, কুমিল্লা
জাতীয়তাঃ বাংলাদেশী
প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাঃ
'দারুননাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদরাসা' থেকে 'ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়' -এর অধীনে 'হাদিস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ'-এ অনার্স ও মাস্টার্স সম্পন্ন করেছেন।
বৈবাহিক অবস্থাঃ বিবাহিত। বর্তমানে ১ সন্তানের জনক।
কর্মজীবনঃ প্রভাষক, দারুননাজাত তাখসীসি মাদরাসা (কিতাব বিভাগ); সাবেক প্রভাষক, দারুননাজাত আইডিয়াল মাদরাসা কিতাব বিভাগ।
পছন্দের বিষয়ঃ বাতিল ফিরকা রদে লেখালেখি।
আকীদাঃ আহলুস-সুন্নাহ মাতুরিদী
মাযহাবঃ হানাফী
মাসলাকঃ ফুরফুরা-ছারছীনা
তাসাওউফের শায়েখঃ আবু নছর নেছারুদ্দীন আহমাদ হুসাইন (মা.জি.আ.)
প্রিয় ব্যক্তিত্বঃ আল্লামা ইমাম যাহেদ ইবনুল হাসান আল কাওছারী রাহি.।
প্রিয় অভিভাবকঃ আ.খ.ম. আবুবকর সিদ্দীক (মা.জি.আ.)
প্রিয় স্থানঃ পবিত্র মদীনা মুনাওয়ারা
প্রিয় বইঃ ইহইয়ায়ে উলুমুদ্দীন

লেখকের প্রকাশিত অন্যান্য বই

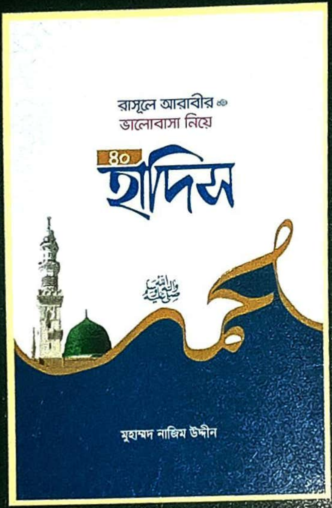

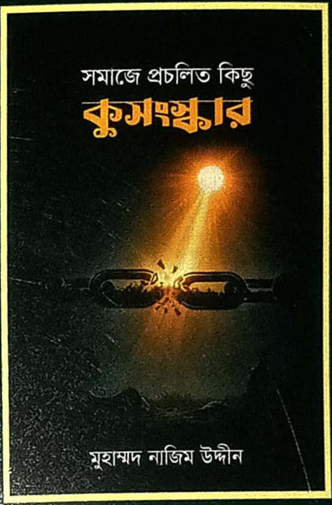

প্রকাশনায়

দারুল মুহিব

দারুননাজাত, পূর্ব বক্সনগর, সারুলিয়া,
ডেমরা, ঢাকা-১৩৬১
যোগাযোগ : ০১৮৩৩-৫৭৬৬৫৮

পরিবেশনায়

মাকতাবাতুল খাইরিয়্যাহ

দারুননাজাত, পূর্ব বক্সনগর, সারুলিয়া,
ডেমরা, ঢাকা-১৩৬১
যোগাযোগ : ০১৮২৪-৯৭৩৮৭৮

cover ■ Israfil hossen shihab